NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন
EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ভারতে দ্রুত ছুটছে সেনসেক্স আশার আলো দেখছেন বিশ্লেষকরা

লখনউয়ের ‘কাটা ঘায়ে’ সল্টের ছিটা, কলকাতার দাপুটে জয় ৮

কলকাতা ১৫ এপ্রিল ২০২৪ ২ বৈশাখ ১৪৩১ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৩০৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.4.2024, Vol.17, Issue No. 303, 8 Pages, Price 3.00

হেলিকপ্টারেও আয়কর দপ্তরের তল্লাশি! কিছুই মেলেনি বলে জানালেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার হেলিকপ্টারে হলদিয়া যাবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে কপ্টারের ট্রায়াল রানের সময় হানা দিল আয়কর দপ্তর। দীর্ঘক্ষণ ধরে কপ্টার আটকে রেখে তল্লাশি অভিযান চলে। শুধু তাই নয়, তল্লাশি চালানোর সময় অভিষেকের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বাগ-বিতন্ডাও বাধে বলে জানা গিয়েছে। তবে কপ্টারে কিছুই মেলেনি বলেই জানিয়েছেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার এক্স হ্যান্ডলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় কেন্দ্রকে আক্রমণ করে লিখেছেন, ‘এনআইএ-র ডিজি এবং এসপিকে সরানোর বদলে আজ নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি তাদের ধামাধারী আয়কর দপ্তরের আধিকারিকদের পাঠিয়েছিল আমার হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালাতে। যদিও তাতে কোনও লাভ হয়নি। কারণ, কিছুই পাওয়া যায়নি।’

প্রসঙ্গত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা কোনও হেভিওয়েট যখন কপ্টারে করে কোথাও যান সেই সময় সেটির ট্রায়াল রান করতে হয়। সেই অনুসারে রবিবারও নিরাপত্তার কারণে চলছিল সেই ট্রায়াল রান। বেহালা ফ্লাইং ক্লাব থেকে চপারটি উড়ে যাওয়ার কথা ছিল হলদিয়ায়। তৃণমূল সূত্রে খবর, সেই সময় আচমকাই হানা দেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টারের কাছে পৌঁছে ব্যাগ, আসন সব তল্লাশি চালাতে শুরু করেন। ঘণ্টা খানেক ধরে চলে তল্লাশি। এমনকী পাইলটের সঙ্গেও কথা বলেন আধিকারিকরা। শাসকদলের অভিযোগ, আয়কর দপ্তরের কর্তারা কোনও নোটিস ছাড়াই এই তল্লাশি চালিয়েছেন। যার কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিল না বলেই মনে করছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

তৃণমূল-বিজেপি তরজা

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টারে আয়কর তল্লাশি নিয়ে সরব তৃণমূল। রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, ‘আজকের তল্লাশি এটাই প্রমাণ করে যে, বিজেপি ভয় পেয়েছে।’ তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘অভিষেকের চপারের ট্রায়াল রানের সময় আয়কর দপ্তরের আধিকারিকেরা হাল্লার রাজার মতো তল্লাশি চালিয়েছেন। কেন তল্লাশি, বলতে পারেননি। নিরাপত্তারক্ষীরা ছবি তুলতে যাচ্ছিলেন, তাঁরা দেননি। ঝগড়া করেছেন। কিছু খুঁজে পাননি আধিকারিকেরা।’ বিজেপি যদিও তৃণমূলের দাবি মানেনি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘নিশ্চয়ই কোনও খবর ছিল আয়কর দপ্তরের কাছে। আমি তো তাদের মুখপাত্র নই। তারাই বলতে পারবে কেন এই তল্লাশি।’

তৃণমূলের অভিযোগ, কিছু না পেয়ে হতাশ এবং বিরক্ত আয়কর আধিকারিকেরা শেষে হেলিকপ্টারটিকেই দীর্ঘ ক্ষণ আটকে রেখে দেন। ওড়ার অনুমতি চাওয়া হলেও তা দেওয়া হয়নি। পরে এ নিয়ে অভিষেকের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বচসাও হয় আয়কর আধিকারিকদের।

বিরোধীদের অভিযোগ, লোকসভা ভোট ঘোষণার পর থেকেই দেশের অবিজেপি রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বিরোধীদের চাপে রাখতে চাইছে বিজেপি। এর মধ্যে দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারির ঘটনাও ঘটেছে। পাশাপাশি বাংলায় কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের দপ্তরে সিবিআই তল্লাশিও চালানো হয়েছে সম্প্রতি। রবিবার বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে তল্লাশি চালানো হল অভিষেকের হেলিকপ্টারে!

ইস্তাহারে জোর ‘মোদি গ্যারান্টি’-তে, দেশবাসীর জন্য একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল: আগামী শুক্রবার প্রথম দফায় লোকসভা ভোট হবে। তার চার দিন আগে ইস্তাহার প্রকাশ করল বিজেপি। তাদের ‘সঙ্কল্পপত্রে’ ‘মোদির গ্যারান্টি’র উপর জোর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মহিলা, যুব সম্প্রদায়, কৃষক এবং গরিব মানুষকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দলের ইস্তাহার প্রকাশ হওয়ার পর বক্তব্য রাখতে উঠে মোদি বলেন, ‘মোদির গ্যারান্টি এই যে, বিনামূল্যে রেশন বণ্টনের প্রকল্প আগামী ৫ বছরের জন্য চালু থাকবে।’ বিজেপি ক্ষমতায় ফিরলে পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে যাবে বলেও জানান তিনি। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদালোপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, কার্যকর হবে নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন। সেই প্রতিশ্রুতি মতো নিজেদের লক্ষ্যপূরণ করে ফেলেছে বিজেপি। এ বার আর এক লোকসভা ভোটের আগে দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) চালুর প্রতিশ্রুতি দিল তারা। মোদি জানান, দল তৃতীয় বারের জন্য কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পের আওতায় সত্তরোর্ধ্ব সমস্ত মানুষ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন। ‘প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর ফ্রি ইলেকট্রিসিটি স্কিম’ প্রকল্পে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা পাওয়ার পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিক্রির সুযোগও থাকবে। মুদ্রা যোজনা প্রকল্পে ঋণ নেওয়ার সর্বোচ্চ সীমা ১০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করার কথা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মোদি। বন্দে ভারত নিয়েও বড় ঘোষণা করেছেন নরেন্দ্র মোদি। বলেছেন, ‘বন্দে ভারত স্লিপার, বন্দে ভারত চেয়ারকার এবং বন্দে ভারত মেট্রো দেশের প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে দেবে বিজেপি।’ আমদাবাদ-মুম্বই বুলেট ট্রেনের কাজও পূর্ণ উদ্যমে চলছে বলে জানান তিনি। রবিবার দেশবাসীর উদ্দেশে মোদির ‘গ্যারান্টি’, উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতে একটি করে বুলেট ট্রেন চলবে। তার সমীক্ষার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কৃষকদের ন্যায্য সহায়ক মূল্য (এমএসপি)-এর আইনি নিরাপত্তা, তাঁদের ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে যুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। আবাস যোজনা প্রকল্পে দেশে আরও তিন কোটি পাকা বাড়ি তৈরির প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।

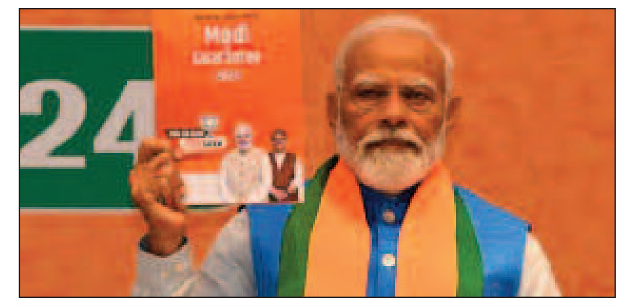

ইস্তাহারে ‘মোদি গ্যারান্টি’

১. দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু
২. আরও ৫ বছর বিনামূল্যে রেশন
৩. পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়িতে রান্নার গ্যাস, পানীয় জল
৪. বন্দে ভারত মেট্রো, স্লিপার কোচ
৫. চারটি বুলেট ট্রেন দেশের চার প্রান্তে
৬. ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পে সত্তরোর্ধ্বদের পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা
৭. প্রধানমন্ত্রী আবাস প্রকল্পে ৩ কোটি বাড়ি
৮. কৃষকদের ন্যায্য সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি ও আইনিভাবে সুরক্ষিত করা

এক নজরে

জয়ে ফিরল কেকেআর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথমবার লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে জিতল কেকেআর। রবিবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ৮ উইকেটে জয়লাভের সঙ্গে ফের জয়ের সারণিতেও ফিরল তারা। রবিবাসরীয় এই ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্স টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে শুরু করে লখনউ। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে লখনউ ১৬১ রান করে। এরপর মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে ক্যাপ্টেন শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে সল্টের ১৪০ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে মাত্র ১৫.৪ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় কলকাতা নাইট রাইডার্স।

নববর্ষে ‘শুভনন্দন’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবসে ‘শুভনন্দন’ জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবসে সকলকে জানাই শুভনন্দন।’ তিনি লেখেন, ‘আমাদের সরকারই পয়লা বৈশাখকে বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলার মাটি, বাংলার জলদ গানকে রাজ্য সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা করেছে, এজন্য আমি গর্বিত।’ রাজ্যে প্রথমবার পয়লা বৈশাখের দিন পালিত হল পশ্চিমবঙ্গ দিবস। নির্বাচনী আচরণ বিধি জারি থাকায় রাজ্যে সরকারের ওই অনুষ্ঠানে সরকারি আধিকারিকরাই হাজির ছিলেন। সূচনায় গাওয়া হয় রাজ্য সঙ্গীত বাংলার মাটি বাংলার জল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা। তিনি বলেন, ‘প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব রাজ্য দিবস আছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ বাংলায় এই দিন পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।’ উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য গুণী মানুষ।

তাপপ্রবাহের সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের একটি জেলায় তাপপ্রবাহ শুরু হতে পারে। তার পাশাপাশি দক্ষিণের অন্য জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা বাড়তে পারে বেশ কয়েক ডিগ্রি। রবিবার নববর্ষের প্রথম দিনে দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে অন্তত ২ ডিগ্রি বেশি। আগামী কয়েক দিনে কালবৈশাখী বা ঝড়বৃষ্টি না হলে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা বাড়তে পারে আরও ২-৪ ডিগ্রি। আর যদি তা হয়, তবে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই বাংলার তাপমাত্রার পারদ ছুঁয়ে ফেলবে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিমান বন্ধ

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল: ইজরায়েলের উপর ইরানি হামলার জেরে ক্রমশ তপ্ত হচ্ছে পরিস্থিতি। পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এই পরিস্থিতিতে ভারত এবং ইজরায়েলের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখার ঘোষণা করল এয়ার ইন্ডিয়া। রবিবার একটি বিবৃতিতে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য দিল্লি এবং তেল অভিভের মধ্যে বিমান চলাচল বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৪ এপ্রিল, রবিবার থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে।

বাংলার নতুন বছরের প্রথম দিনে দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে ভিড় জমালেন ভক্তরা। প্রবল গরম উপেক্ষা করেই লম্বা লাইন দিয়ে মা ভবতারিণীকে পুজো দিলেন সকলে।

নববর্ষের সকালে বাড়ি থেকে উদ্ধার দাদু, বাবা ও নাতির দেহ, মৃত্যুতে রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নববর্ষের সকালে মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী থাকল বরানগর। বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার হল একই পরিবারের তিন প্রজন্মের দেহ। এই ঘটনাকে ঘিরে রবিবার রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় বরানগর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের নিরঞ্জন সেন নগরে। মৃতরা হলেন শঙ্কর হালদার (৭০), অভিজিৎ হালদার ওরফে বাপ্পা (৪৮) ও দেবপর্ণ ওরফে বর্ন হালদার(১৬)। এঁরা সম্পর্কে বাবা-ছেলে-নাতি। জানা গিয়েছে, শঙ্কর হালদার বরানগর পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। খুন নাকি আত্নহত্যার ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে বরানগর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃদ্ধ শঙ্কর বাবু পুত্র ও নাতিকে নিয়ে ওই বাড়িতে থাকতেন। পারিবারিক অশান্তির জেরে বাপ্পার স্ত্রী দেড় বছর আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। স্থানীয়দের দাবি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার থেকে বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল। কাউকে বাড়ির বাইরে বের হতে দেখা যায়নি। শনিবার থেকেই ওই বাড়ি থেকে হালকা পচা গন্ধ বের হচ্ছিল। রবিবার সকাল থেকে পড়শিরা তীব্র পচা গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেন। বরানগর থানার পুলিশ কোলপসিবল গেটের ভেঙে পুলিশ ঘরে ঢুকে তিন জনের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বাবা ও পুত্রকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন বাপ্পা। এই ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সাউথ অনুপম সিং জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ওঁদের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। মনে হচ্ছে, দু-দিন আগে ওঁদের মৃত্যু হয়েছে। বৃদ্ধের দেহ পড়েছিল নিজের ঘরে। আর বারান্দায় বাবা-ছেলের দেহ পড়েছিল। ডিসি সাউথ আরও জানান, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হবে। ঘটনার নেপথ্যে অন্য কেউ আছে কিনা, পুলিশ সেটাও খতিয়ে দেখছে।

‘বহিরাগত’ আর ‘ভূমিপুত্র’-এর জোর টক্কর উলুবেড়িয়ায়

শুভাশিস বিশ্বাস

হাওড়া উলুবেড়িয়ার ভোটারদের শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হওয়াটাই ট্রেন্ড। ফলে এখানকার রাজনীতিও একমুখী। ফলে রাজ্যে যে দল ক্ষমতায় থাকে জেলার একচেটিয়া ভোট যায় তার ঝুলিতেই। একসময় বামেদের গড় হিসেবে পরিচিত এই উলুবেড়িয়ার রাজনৈতিক চরিত্র বদলায় ২০০৯-এ। টানা সাতবারের সাংসদ সিপিএমের হান্নান মোল্লাকে ২০০৯ সালে প্রথম পরাজিত করেন তৃণমূলের সুলতান আহমেদ। সেই থেকে কেন্দ্রটি এখনও তৃণমূলের হাতেই রয়েছে। তবে ২০২৪-এ ছবিটা একটু হলেও বদলেছে। ‘জনগর্জন’ সভা থেকে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার পর উলুবেড়িয়ার বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার পড়ে, ‘নিখোঁজ উলুবেড়িয়ার তৃণমূল সাংসদ তথা আগামী লোকসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সাজদা আহমেদ। খোঁজ দিতে পারলে পুরস্কার ৫০ হাজার টাকা।’ ফলে ২০২৪-এর লড়াটা বোধহয় খুব সহজ হবে না সাজদার। অবস্থানগত দিকে থেকে উলুবেড়িয়ার দু’দিক ঘিরে রেখেছে হুগলি জেলা-শ্রীরামপুর, খানাকুল। একদিকে রয়েছে হাওড়া সদর আর হুগলি নদী। উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা হল, উলুবেড়িয়া পূর্ব, উলুবেড়িয়া উত্তর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, শ্যামপুর, বাগনান, আমতা এবং উদয়নারায়ণপুর। এলাকার অর্থনীতি মিশ্র। উলুবেড়িয়া, বাগনানের অর্থনীতি কলকাতা নির্ভর। আবার আমতা, উদয়নারায়ণপুর, শ্যামপুর এলাকার অর্থনীতি আবার কৃষিভিত্তিক। এর পাশাপাশি ইট শিল্পের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে এলাকার অর্থনীতি।

এরপর দুয়ের পাতায়

কুম্ভকর্ণ ছয়মাস ঘুমোতেন, প্রসূন পৌনে পাঁচ বছর ঘুমান, তিন মাসের জন্য জেগে ওঠেন

প্রসূনকে নজিরবিহীন খোঁচা রথীনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার নতুন বছরের প্রথম দিনে প্রচারে বের হন হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী। রবিবার তিনি তারই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বালিটিকুরি এলাকা থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মাধ্যমে প্রচার শুরু করেন। প্রচারে জনসংযোগে বেরিয়ে হাওড়ার বিদায়ী সাংসদকে কুম্ভকর্ণ বলে কটাক্ষ করলেন গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী রথীন। তিনি বলেন, 'আমরা ওনাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই ভাবি না। নির্বাচনে মানুষই শেষ কথা বলে। আমরা প্রচারে বেরিয়ে উপলব্ধি করতে পারছি, মানুষ প্রধানমন্ত্রীর কাজকে অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছে। উনি কুম্ভকর্ণের মতো পৌনে পাঁচ বছর ঘুমান, আর তিনমাসের জন্য পোস্টার, ব্যানার-দেওয়ালে জেগে ওঠেন। ওনার ১৫ বছরে কেউ চাকরি পায়নি। কোনো বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্পের পুনরুদ্ধার হয়নি। হাওড়া জঞ্জাল নগরীতে পরিণত হয়েছে। হাওড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তলানিতে এসে ঠেকেছে। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষেরা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনেই না।' রথীন আরও দাবি করেন, 'প্রধানমন্ত্রী হাওড়ার জন্য ভেবেছেন বলেই মেট্রো রেলের কাজ নির্ধারিত সময়ের আগে সম্পূর্ণ হয়েছে। এর আগে হাওড়াতে নবান্ন হলেও প্রদীপের তলাতে অন্ধকার হয়েইছিল। ভাঙা রাস্তা, জলে উপচে পড়া নিকাশির ড্রেন সব মিলিয়ে হাওড়া জঞ্জাল নগরীতে পরিণত হয়েছে।' ফের প্রসূনকে খোঁচা দিয়ে রথীন দাবি করেন, 'কুম্ভকর্ণ তাও ছয় মাস ঘুমোতেন, উনি পৌনে পাঁচ বছর ঘুমিয়ে আবার জেগে ওঠেন। নানা ফন্দি করে জিতে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। কেউ তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলেও পারে না। সাধারণ মানুষ থেকে ওর দলের কর্মীরাও ওনাকে যোগাযোগ করে পান না। ওনার কোনো সহজলভ্যতা নেই।' সবশেষে রথীন বলেন, 'পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে ব্যবস্থাপনা সামলানোর কোনো যোগাযোগ নেই। উনি অর্জুন পেয়েছেন আমি চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্বোচ্চ সম্মান ধন্বন্তরী পেয়েছি। কিন্তু এটা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ হয় না। আসল কথা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের জন্য কাজ করছেন কিনা সেটাই মূল কথা। আর এখানেই তিনি তা করেননি।' রবিবার টোটোয় চেপে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচার সারলেন রথীন, পাশাপাশি সকলের হাতে লাড্ডু দিয়ে বছরের প্রথম দিনে সকলকে নববর্ষের শুভ কামনা জানান।

মধ্য হাওড়া কেন্দ্রে নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধনে মন্ত্রী অরূপ রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বাংলা নববর্ষর প্রথম দিনটিকে বেছে নিয়ে মধ্য হাওড়া কেন্দ্রের তৃণমূল কার্যালয় উদ্বোধন করলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী অরূপ রায়। দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে এই কার্যালয় থেকেই হাওড়া সদর লোকসভা ভোটের সমস্ত কাজ পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হবে। পাশাপাশি হুগলি সিপিআইএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধরের দুর্নীতি বিষয়ে তোলা প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, 'বেকার যুবকদের থেকে টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়া যারা দুর্নীতি করেছে তাদের শাস্তি হওয়ার দরকার আছে। আর যে সকল নেতারা অন্যায় করে থাকলে তাদের জেল খাটতে হবে। মন্ত্রী আরও বলেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে ইন্দিরা গান্ধি সবাই জেল খেটেছিলেন। পাশাপাশি রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধ করে রাজনৈতিক সৌজন্যতা বজায় রাখতে আবেদন দলের সাধারণ কর্মী থেকে নেতৃত্ব সকলকেই। এছাড়াও এই ভোটের সময় এক অপরকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধ করার জন্যও মন্ত্রী আবেদন করেন।

'বহিরাগত' আর 'ভূমিপুত্র'-এর জোর টক্কর উলুবেড়িয়ায়

প্রথম পাতার শেষাংশ

পাশাপাশি রয়েছে ৭-৮টি চটকল। রয়েছে ছোট-ছোট বেসরকারি কলকারণানা। অর্থাৎ, উলুবেড়িয়াতে গড়ে উঠেছে এক মিশ্র অর্থনীতি। এই লোকসভা কেন্দ্রের ৩৩ শতাংশ ভোটার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এছাড়াও বৌদ্ধ রয়েছেন ০.০৩ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.১৮ শতাংশ, জৈন ০.২ শতাংশ, শিখ ০.০৯ শতাংশ। রয়েছে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির ভোটারও। যার মধ্যে তফসিলি জাতি রয়েছে ১৪.৮ শতাংশ এবং তফসিলি উপজাতি ০.৩ শতাংশ। ১৯৫২ সালে দেশে প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে জয়ী হয় কংগ্রেস। ১৯৭১ সাল থেকে এই আসন বামেদের দুর্গে পরিণত হয়। ২০০৯ সাল পর্যন্ত সিপিএমের দখলে ছিল উলুবেড়িয়া। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বাম দুর্গের পতন হয় উলুবেড়িয়ায়। জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী সুলতান আহমেদ। এরপর ২০১৪ সালের নির্বাচনেও সুলতান আহমেদকে প্রার্থী করে তৃণমূল। এবারও তাঁর নিকটতম সিপিএম প্রার্থীকে পরাজিত করে সংসদে যান সুলতান আহমেদ। ২০১৪ সালের নির্বাচনে সুলতান আহমেদ পান ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ৭৮৫ ভোট। নিকটতম সিপিএম প্রার্থী সাবিরুদ্দিন মোল্লা পান ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫৬৩ ভোট। ২ লক্ষ ১ হাজার ২২২ ভোটে জেতেন সুলতান আহমেদ। এরপর ২০১৭ সালে সুলতান আহমেদের মৃত্যু হলে এই আসনে উপনির্বাচন হয়। আর এই উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী করে প্রয়াত সুলতান আহমেদের স্ত্রী সাজদা আহমেদকে। উপনির্বাচনে তিনি-ই জয়ী হন। ২০১৯ সালের নির্বাচনে সাজদা আহমেদকেই ফের প্রার্থী করে তৃণমূল। সেবার মোদি ঝড় আর বামেদের ভোট ব্যাঙ্ক রামের দিকে য়াওয়ায় উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে রকেট উত্থান হয় বিজেপির। সিপিএমের বদলে বিজেপির সঙ্গে মূলত লড়াই হয় তৃণমূলের। সাজদা পান ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৪৫ ভোট। আর বিজেপি প্রার্থী জয় বন্দ্যোপাধ্যায় পান ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৮৬ ভোট। শতাংশের বিচারে সাজদা পান ৫৩.০ আর জয়ের পক্ষে যায় ৩৬.৫৮ শতাংশ ভোট। অন্যদিকে সিপিএম প্রার্থী মকসুদা খাতুনের পক্ষে ভোট পড়ে মাত্র ৮১৩১৪টি। শতাংশের নিরিখে ৬.২০। বামেদের এই ভোট শতাংশ বুঝিয়ে দেয় বঙ্গ রাজনীতিতে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা কমেছে সাংঘাতিক ভাবেই। আর সেই কারণেই উলুবেড়িয়ার মানুষ তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বেছে নিয়েছেন বামের বদলে বিজেপিকে। তবে সেবারের নির্বাচনেও সাজদা জেতেন ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৫৯ ভোটের এক বিপুল মার্জিনে। এরপর তৃণমূলের এই জয়ের ট্রেন্ড অব্যাহত থাকে একুশের বিধানসভা নির্বাচনেও। সাতটি আসনেই জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থীরা।

তবে ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে মাথা তুলেছে আইএসএফ। আইএসএফ, বাম এবং কংগ্রেসের জোটের হাতে এই মুহূর্তে উলুবেড়িয়া লোকসভা এলাকার দুটি পঞ্চায়েত রয়েছে। সমস্ত পঞ্চায়েত হাতছাড়া হয়েছে বিজেপির। পঞ্চায়েত সমিতি যথারীতি তৃণমূলের হাতে। জেলা পরিষদে বর্তমান আসন সংখ্যা ৪২। সবকটিই তৃণমূলের দখলে। এছাড়াও উলুবেড়িয়া লোকসভার যে বিরাট অংশের সংখ্যালঘু ভোট রয়েছে তা নিঃসন্দেহে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে বেশ কিছুটা স্বস্তিতে রেখেছে তৃণমূলকে।

এদিকে ২০২৪-এ সাজদার বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী করেছে ভূমিপুত্র অরুণ উদয় পালচৌধুরীকে। আর এখানেই শুরু হয়েছে তরজা। বহিরাগত না ভূমিপুত্র কাকে সাংসদ হিসেবে উলুবেড়িয়ার মানুষ বেছে নেবে তা নিয়ে। বিজেপি প্রার্থী অরুণ উদয় পালচৌধুরীর দাবি, উলুবেড়িয়া লোকসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থী সাজদা আহমেদ বহিরাগত। শুধু তাই নয়, শাসক দলের প্রার্থী তাঁর চোখে পরিযায়ী পাখিও। সেখানে তিনি ভূমিপুত্র হওয়ায় উলুবেড়িয়ার মানুষের রায় এবার তাঁর পক্ষে থাকবে। যদিও তৃণমূল প্রার্থী সাজদা আহমেদের বক্তব্য, 'এটা নির্বাচনের গিমিক ছাড়া আর কিছুই নয়। গত লোকসভা নির্বাচনের মত এবারেও এই লোকসভা আসনের ফল তৃণমূলের পক্ষেই যাবে।' তৃণমূল তাদের গড় রক্ষা করতে পারে কি না, সেটাই এখন দেখার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Kishore Kumar Shaw s/o Gouri Shankar Shaw r/o K.D. Road, Naihati(M), Gorifa, North 24 Pgs - 743 166 do hereby declare that in my son Vivek Kumar Shaw's class 10 marksheet my name is wrongly mentioned as Kishor Kumar Shaw instead of Kishore Kumar Shaw. Kishor Kumar Shaw and Kishore Kumar Shaw are one and same identical persons. Sworn vide affidavit no 7640 dated 10.04.24

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ ই এপ্রিল, ২রা বৈশাখ, সোমবার। চৈত্র বাসন্তী শ্রীশ্রী দুর্গা সপ্তমী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র ও বিংশোত্তোরী রাহুর র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ। বৈকাল ৫ টার পরে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রিবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত

(আজ চৈত্র বাসন্তী শ্রীশ্রী দুর্গা সপ্তমী তিথি মুহূর্ত)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শিয়ালদা থেকে সেক্টর ফাইভ স্ট্রেচে সোমবার থেকে নয়া সময়সূচি মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নববর্ষের শুরুতেই সুখবর কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। শিয়ালদা-সেক্টর ফাইভ লাইনে এবার থেকে মেট্রো পরিষেবা আরও উন্নত হচ্ছে। এবার থেকে নতুন সময়সূচিতে চলবে কলকাতা মেট্রোর গ্রিন লাইনের শিয়ালদা-সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত পরিষেবা। এবার থেকে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত অটোমেটিক ট্রেন অপারেশন মোডে চালানো হবে মেট্রো রেল। এর ফলে মেট্রোর সফরে আরও গতি আসবে। আরও কম সময়ে শিয়ালদা থেকে সেক্টর ফাইভে পৌঁছে যাওয়া যাবে। তবে শনিবারের দিনগুলিতে আগের সূচি অনুসারেই মেট্রো পরিষেবা দেওয়া হবে। মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এবার থেকে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত অটোমেটিক ট্রেন অপারেশন মোডে চালানো হবে মেট্রো রেল। এর ফলে মেট্রোর সফরে আরও গতি আসবে। আরও কম সময়ে শিয়ালদা থেকে সেক্টর ফাইভে পৌঁছে যাওয়া যাবে। সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদা যেতে দু'মিনিট কম সময় লাগবে। আগে যেখানে ২০ মিনিট সময় লাগত, এখন সেখানে সময় লাগবে ১৮ মিনিট।

বিআর আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী পালন কলকাতার মেট্রো রেল ভবনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে কলকাতা মেট্রো ভবনে ভারতরত্ন ডঃ বিআর আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী পালন হয় গুরুগম্ভীর পরিবেশে।

কলকাতার মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি ডঃ বি আর আম্বেদকরকের ছবিতে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানান। অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও কর্মচারীরাও একইসঙ্গে তাঁকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এবং সকলের সমান অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার করেন। এর পাশাপাশি সর্বভারতীয় তপশিলি জাতি তথা তপশিলি উপজাতি রেল কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিরা, স্বীকৃত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য কর্মীরা এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ডঃ আম্বেদকরের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

বিজ্ঞপ্তি

নরেন্দ্রনাথ সামুই, পিতা-বিষ্ণুপদ সামুই, সাং-বিষ্ণুবাটি, পোঃ-ভাটা, থানাঃ-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, ০৩.১২.২০১৮ তারিখে তারকেশ্বর সাব রেজিষ্ট্রী অফিস ৪ নং বাহির, ১০১ নং আমমোক্তার দলিল মূলে পারুল মান্না, শিখা গায়েন, মীনারানী জানা, রীনারানী সাঁতরা, ঝর্ণা সামন্ত, শ্রীদাম হাজরা, বাসুদাম হাজরা, বলরাম হাজরা আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশীল জেলা-হুগলী, মৌজা-বিষ্ণুবাটি, জে.এল.-১৯, এল.আর. খতিয়ান-৩৬৯, মোট ৪১ (একচল্লিশ)টি দাগে ১০২.১৮ শতক সম্পত্তি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কাহারো কোন আইনানুগ অধিকার বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে।

ইতি
নরেন্দ্রনাথ সামুই (পিতা-বিষ্ণুপদ সামুই)
বিষ্ণুবাটী, ভাটা, তারকেশ্বর, হুগলী।

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that one Shri. Santosh Poddar, son of Shri. Ram Awtar Poddar (since deceased) while being the sole and absolute owner of ALL THAT land measuring about 2 Cottah, 12 Chittacks and 22 ½ sq. ft. togetherwith two storied residential building thereon at Premises no. 37H/1C, Raja Manindra Road, Paikpara under Police Station Chitpore (currently Tala P.S.) within the local limits of Ward No. 5 of the Kolkata Municipal Corporation, Kolkata - 700037 (hereinafter the Said Property) had mortgaged the Said Property with my client, PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LIMITED (which was then known as Dewan Housing Finance Corporation Limited) against availing of a loan against the said property by the said Shri. Santosh Poddar and one Shri. Rahul Poddar vide Loan Account No. 194CAL34180. The said Shri. Santosh Poddar, during the subsistence of the aforesaid mortgage died intestate on 03.01.2023 leaving behind surviving his wife and two sons as his legal heirs and successors, namely Meera Poddar, Hemant Poddar and Rahul Poddar and who claim to be only legal heirs of the said deceased. The said loan has now been fully repaid and accordingly my said client shall be releasing the title deeds and other security documents to the said legal heirs of Shri. Santosh Poddar (since deceased). Therefore any person/s having any right, title or interest or any claim, demand or objection of any nature whatsoever with respect to what has been stated above is hereby requested to notify the same in writing to the undersigned with supporting documentary evidence within 14 days from the date hereof, failing which no such claims, demands, objections etc. shall be entertained and my said client shall proceed to release the title and security documents pertaining the said Property to the said Meera Poddar, Hemant Poddar and Rahul Poddar.

A.K. Chowdhary & Co.,
Advocates,
10, Old Post Office Street,
Room No. 21, 1st Floor, Kolkata – 700001.
Contact No. 9831089412
Email ID : chowdharyanil01@gmail.com

জেলা শাসকের দপ্তরে পালিত হল বর্ষবরণ উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার নববর্ষ উপলক্ষ্যে হাওড়ার জেলা শাসকের দপচরের 'পথের দাবী' হলে 'বাংলা দিবস' অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভারম্ভ করা হয়। রবিবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক ডক্টর পি.দীপাপ প্রিয়া, অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন), অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ), অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত) ও আরও বিশিষ্ট আধিকারিকরা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডক্টর সুধাংশু কুমার সরকার। পাশাপাশি নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তির মাধ্যমে এই দিনটি উদযাপন করা হয়।

গ্রীষ্মের গরমে যাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্ম ঋতু ঘনিয়ে আসছে, আর এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করে পূর্ব রেল তার বিস্তৃত নেটওয়ার্ক জুড়ে রেল স্টেশনগুলিতে পর্যাপ্ত পানীয় জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিল। যাত্রীদের ট্রেনে যাত্রা করার সময় প্রয়োজন মতো পানীয় জলের সরবরাহকে গুরুত্ব দিয়ে, পূর্ব রেল প্রধান স্টেশনগুলিতে ওয়াটার কুলার স্থাপনের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষে হাওড়া ডিভিশনে ২৭ টি এবং শিয়ালদা ডিভিশন দ্বারা স্থাপিত১৬ টি ওয়াটার কুলার গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে ক্লান্ত যাত্রীদের জন্য স্বস্তির অত্যাবশ্যক উৎস হিসাবে কাজ করছে। অত্যাধুনিক পরিশ্রাবণ পদ্ধতিতে সজ্জিত, প্রতিটি ওয়াটার কুলার জলের গুণমান এবং সুরক্ষার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার জন্য সতর্কতার সঙ্গে ডিজাইন করা হয়েছে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ঠাণ্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থার মাধ্যমে যাত্রীদের পরিষেবাকে আরও সুখকর করে তোলাই লক্ষ্য বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে: ডঃ সুনীল কুমার শর্মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কবি ও প্রযুক্তিবিদ ডক্টর সুনীল কুমার শর্মার বাণী প্রকাশন থেকে প্রকাশিত প্রযুক্তিভিত্তিক বই 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এক অধ্যয়ন' এবং 'চ্যাটজিপিটি এক অধ্যয়ন' নিয়ে শনিবার একটি বই আলোচনা ও কবিতা সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্সে (আইসিসিআর) রবিশঙ্কর উপাধ্যায় স্মৃতি সংস্থার দুটি অধিবেশনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট টেকনোক্র্যাটরা তাদের মতামত উপস্থাপন করেন, এবং কবিতা সন্ধ্যায়, বিখ্যাত এবং তরুণ হিন্দি কবিরা তাদের কবিতা দিয়ে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন। বইয়ের আলোচনা সভায় অধ্যাপক ড. এসপি মুখার্জি (শতবর্ষের অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এর সভাপতিত্বে অধ্যাপক ড. আরএস সিং (আচার্য, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, আইআইটি-বিএইচইউ), অধ্যাপক ড. চিত্রা সিং (অধ্যাপক, রসায়ন, আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভোপাল), ইয়াতীশ কুমার (লেখক এবং প্রধান কর্মশালা ব্যবস্থাপক, লিলুয়া/ইস্টার্ন রেলওয়ে), ড. ঋষিভূষণ চৌবে (সহকারী অধ্যাপক, হিন্দি বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা), দীনেশ চন্দ্র পান্ডে (সিনিয়র অডিটর, সিএজি কলকাতা) এবং বইটির লেখক ডক্টর সুনীল কুমার শর্মা বক্তব্য রাখেন। ডাঃ সুনীল কুমার শর্মা বলেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। আমাদের দেশে ডেটা সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি এআই এর মাধ্যমে এর সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ক্ষমতা রয়েছে। এই এআই বিপ্লব সঠিক পথে কাজ করার জন্য, একটি কার্যকর কাঠামো প্রয়োজন। বই সংক্রান্ত আলোচনা শেষে আয়োজিত কবিতা সন্ধ্যায় প্রবীণ লেখক ও সমালোচক অধ্যাপক ড. অরুণ হোতার পরিচালনায় প্রফেসর ড. চিত্রা সিং, ইয়াতীশ কুমার, নিশান্ত, প্রফেসর ড. আরএস সিং, ডাঃ সুনীল কুমার শর্মা, সঞ্জয় রায়, রাজ্যবর্ধন, অনিলা রাখেচা কবিতা আবৃত্তি করেন। এই অধিবেশনটি পরিচালনা করেন কবি আনন্দ গুপ্ত। রবিশঙ্কর উপাধ্যায় স্মৃতি সংস্থা, বারাণসীর পক্ষে অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন ডঃ আদিত্য বিক্রম সিং।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৫ এপ্রিল ২০২৪ ২ বৈশাখ ১৪৩১ সোমবার

মহিলাদের জন্য আত্মমর্যাদা কেন্দ্র গড়তে চায় সিপিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে শাসকদল তৃণমূল এবং কেন্দ্রের বিজেপিকেও আক্রমণ করতে দেখা গেল সিপিআইএমকে। সঙ্গে রবিবারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে যে বার্তা দেওয়া হল তাতে স্পষ্ট যে নারীদের আত্মমর্যাদা রক্ষাকেই তাঁরা এবার পাখির চোখ করে নিয়েছে। আর এর থেকে এটাও স্পষ্ট যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মহিলা ভোট ব্যাংককে কাজে লাগাতে চাইছেন তাঁরা। এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় তাঁর চিরাচরিত স্পষ্ট ভঙ্গিমাতে বার্তা দেন, ‘মহিলাদের মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য, পায়ের তলায় মাটি শক্ত করার লড়াই চলে সারা বছর। লোকসভা ভোটে সেই লড়াইকেই তুলে ধরতে চলেছেন সিপিআই (এম) এবং বামপন্থীরা। লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হলে মহিলাদের জন্য সিপিআই (এম) সাংসদরা বিশেষ প্রকল্প নেবেন। সাংসদ তহবিলের এক তৃতীয়াংশ টাকা খরচ হবে মহিলাদের আত্মমর্যাদা, আত্মরক্ষার জন্য।’ এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন লোকসভা নির্বাচনের মহিলা প্রার্থীরাও। আর এখান থেকেই রবিবারের সাংবাদিক বৈঠকে ওঠে ‘নিজের হক নিজের ধকে’ স্লোগান।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন শ্রীরামপুর কেন্দ্রের প্রার্থী ছাত্র আন্দোলনের নেত্রী দীপ্সিতা ধর, দক্ষিণ কলকাতার প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম, আসানসোল কেন্দ্রের

প্রার্থী এবং মহিলা আন্দোলনের নেত্রী জাহানারা খান, ঝাড়গ্রামের প্রার্থী সোনামণি টুডু মুর্মু এবং বোলপুরের প্রার্থী এবং সিপিআই (এম) রাজ্য কমিটির সদস্য শ্যামলী প্রধান।

রবিবার মুজফফ্‌র আহমদ ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে পরিকল্পনা বিশদে ব্যাখ্যা করেন দীপ্সিতা। তিনি বলেন, শুধু আত্মরক্ষা বললে মহিলাদের ঘাড়েই দোষ চাপিয়ে দিই। যেন তাঁরা শারীরিক ভাবে দুর্বল বলে নির্যাতিতা। আসলে সমস্যা সামাজিক। তাই আত্মমর্যাদার কথাও বলছি। এর পাশাপাশি তিনি এও জানান, বহুচর্চিত ‘নির্ভয়া তহবিল’ থেকে টাকা ব্যবহার ২০১৪’র পর থেকে বন্ধ প্রায়। সাংসদ নির্বাচিত হলে এই তহবিলকে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করবে সিপিআই (এম)। এই প্রসঙ্গে দীপ্সিতার ব্যাখ্যা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে আমাদের অসুবিধা নেই। তবে প্রশ্ন তোলেন আর্থিক ক্ষমতায়ন নিয়ে। আর এই প্রসঙ্গেই দীপ্সিতার বক্তব্য, যদি ধরেও নেই হচ্ছে, প্রশ্ন হল সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন আরও কমেছে এগারো সালের পর। যেখ ানে কিশোরী নির্যাতিতা হয়ে খুন হলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নাবালিকা মেয়েটির সঙ্গে ধর্ষক ছেলেটির প্রেমের সম্পর্ক ছিল, অতএব যেন তাকে গণধর্ষণ করে খুন করা যায়।’ আর এখানেই দীপ্সিতার প্রশ্ন, কী করে নাগরিক হিসেবে ক্ষমতায়ন হয় তা নিয়েই।

এই প্রসঙ্গে এদিন দীপ্সিতা এও জানান, সিপিআই (এম)’র পরিকল্পনা সাংসদ তহবিলের এক তৃতীয়াংশ টাকায় আত্মমর্যাদা কেন্দ্র গড়া হবে। গড়া হবে আত্মরক্ষা সমিতি। যে কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা কর্মী হতে পারেন সমিতির প্রতিনিধি।

আত্মরক্ষা সমিতির কাজ হবে বহুমুখী। আইনি সমস্যায় সহায়তা। মহিলাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। গার্হস্থ্য হিংসায় হেল্পলাইন নম্বর, বেশিভাগই অচল থাকে, প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সজীব হেল্পলাইন সংযোগ গড়ে তোলার কাজ করতে চায় সিপিআই (এম)। সাংসদের দায়িত্ব সেই লক্ষ্যে ব্যবহার করতে চায়।

পাশাপাশি দীপ্সিতা এও বলেন, ‘গণউদ্যোগ গড়া দরকার গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে। তৈর করা হবে গণসচেতনতা। নির্যাতিতার মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে ট্রমা কেয়ার ইউনিট করবে আত্মরক্ষা সমিতি। কোনও না কোনও ভাবে নিগ্রহের শিকার হলে শিকার হলে সারাজীবন ‘ট্রমা’ বয়ে বেরাতে হয়।’

আত্মরক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও থাকবে আত্মরক্ষা কেন্দ্রে। এই প্রসঙ্গে দীপ্সিতার বক্তব্য, ‘আত্মরক্ষা কেবল শারীরিক শক্তির বিষয় ওপর নয়। সামাজিক শক্তির বিন্যাসে মহিলাদের ক্ষমতায়নের ভরকেন্দ্র থাকে। তবে শাহজাহানরা থাকলে প্রশিক্ষণও থাকা ভালো।’

বাল্য বিবাহ এবং পণপ্রথা আটকাবে আত্মরক্ষা সমিতি। কন্যাশ্রী থাকলেও মেয়েদের কমবয়সে বিয়ে হচ্ছে। কিভাবে বাঁচানো যায় বা তার ভবিষ্যত বা কী, শ্রমজীবী পরিবারের মেয়েদের ভবিষ্যত কী, সরকারি কাজ নেই, বা তা হলেও ঘুষ দিতে হচ্ছে, ভবিষ্যত সম্পর্কে জানে না, জীবিকা রোজগারের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে এই পরিবারের ছাত্রী বা যুবতীদের ধারণা দেওয়ার কাজও করবে আত্মমর্যাদা কেন্দ্র।

এদিকে পরিকল্পনার গুরুত্ব প্রসঙ্গে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় জানান, ‘ পশ্চিমবঙ্গে বিধায়ক, সাংসদদের মধ্যে ২৬ জনের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ রয়েছে, মামলা রয়েছ। কোন রাজ্যে, কোন দেশে আমরা থাকছি। হাড়হিম করা সন্ত্রাস আমরা দেখছি। জেলের ভেতর ১৯৬ জন মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ছে। আমরা কোথায় রয়েছি। আরেকদিকে দেখছি উন্নাও, হাথরাসের মতো একের পর এক ঘটনায় বিজেপি’র ভূমিকা।’ আর এরই সূত্র ধরে বঙ্গের দুই বিপদকেই রোখার ডাক দেন তিনি।

ফের পারদ চড়ল তিলোত্তমায়, তাপপ্রবাহের সতর্কতা

বৈশাখের প্রথমেই তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে ৪০ ডিগ্রির ঘরে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাসের মধ্যেই ফের পারদ চড়ল কলকাতায়। রবিবার, পয়লা বৈশাখে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ চড়ে ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। ফলে বাড়তে চলেছে তাপমাত্রা।

আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েক দিনে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা আরও তিন থেকে চার ডিগ্রি বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। তবে উত্তরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এখনও। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, উত্তরের পাহাড়ঘেঁষা তিন জেলায় কমবেশি বৃষ্টি চলবে আগামী বুধবার পর্যন্ত। সোমবার থেকে উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

মঙ্গলবার থেকে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে। আবহবিদেরা জানাচ্ছেন, আগামী কয়েকদিনে কালবৈশাখী বা ঝড় বৃষ্টি না হলে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা বাড়তে পারে আরও ২-৪ ডিগ্রি। আর যদি তা হয়, তবে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই বাংলার তাপমাত্রার পারদ ছুঁয়ে ফেলবে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা এই সময়ের স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে কিছুটা বেশিই।

কিন্তু বৈশাখের শুরুতেই কেন এতটা ঊর্ধ্বমুখী দক্ষিণবঙ্গের পারদ। আবহবিদদের মতে, এই সময়ে পশ্চিমের রাজ্যগুলি থেকে শুষ্ক হাওয়া প্রবেশ করে পশ্চিমবঙ্গে। যার জেরেই তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। একইসঙ্গে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার পাশাপাশি বাড়বে আর্দ্রতাও। তাই বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে অস্বস্তিকর গরম থাকবে রাজ্যের দক্ষিণের জেলাগুলিতে। আগামী শুক্রবার থেকে ভোট শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। আলিপুরের পূর্বাভাস বলছে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত উত্তরের আট জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার ভোট হবে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে। তিন জেলাতেই হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ওই দিন।

প্রচার নামা...

রবিবারে বিজয়গড় এলাকায় প্রচার সারলনে তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ।

লেক মার্কেটে জনসাধারণের সঙ্গে জনসংযোগ পর্বে বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী।

গোটা ব্যারাকপুর জুড়েই লুটের রাজ চলছে, কটাক্ষ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুধু বীজপুর নয়, গোটা ব্যারাকপুর জুড়েই লুটের রাজ চলছে। রবিবার সকালে বীজপুর কেন্দ্রে ভোট প্রচারে এসে শাসকদল তৃণমূলকে এভাবেই নিশানা করলেন ব্যারাকপুরের পদ্ম প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি কাঁচড়াপাড়া নিশান ক্লাবের কাছ থেকে বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করেন। কাঁচড়াপাড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা শেষে তিনি মিলন নগর আদর্শ সংঘের মাঠে প্রচার শেষ করেন। পুষ্প বৃষ্টির মাধ্যমে কিংবা গলায় মালা পরিয়ে যেভাবে সাধারণ মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আশীর্বাদ করলেন, তাতেই আপ্লুত পদ্ম প্রার্থী অর্জুন সিং।

এদিন বিজেপি প্রার্থী দাবি করেন, তৃণমূলের দেওয়াল লেখার লোক নেই। কিন্তু, দেওয়াল মোছার গুন্ডামস্তান ওদের কাছে আছে। ওই গুন্ডা-মস্তানদের পাশে পুলিশ আছে।

এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করলেন, নির্বাচন কমিশন পদক্ষেপ না নিলে জনরোষ তৈরি হবে। সেই জনরোষ কিন্তু প্রশাসন সামাল দিতে পারবে না। এদিন তিনি আরও দাবি করলেন, ২০২৬ সাল পর্যন্ত এই সরকার টিকবে না।

মানিকতলায় বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের প্রচার ঘিরে অশান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মানিকতলা: মানিকতলায় কলকাতা উত্তরের লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের প্রচার ঘিরে অশান্তি। এদিন তাপস রায় রবিবার মানিকতলা ব্রিজের কাছে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারে বের হন। হুডখোলা জিপে প্রচার শুরু করেন তিনি। সে সময় মানিকতলা গণতন্ত্র বাঁচাও কমিটি বিক্ষোভ দেখায় বলে অভিযোগ। দাবি, মানিকতলায় উপনির্বাচন হোক। একইসঙ্গে কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা।

বিজেপির প্রার্থীর গাড়ির সামনে রীতিমতো শুয়ে পড়েন কেউ কেউ। সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের কার্যত হাতাহাতির উপক্রম হয়। তাঁদের দাবি, সাধন পাণ্ডের মৃত্যুর পর এতদিন ধরে এই মানিকতলা বিধানসভায় নির্বাচন করা যায়নি, তার কারণ বিজেপির বাধা। এরপরই তাপস রায়ের উদ্দেশ্যে শুরু হয় ‘গো ব্যাক’ স্লোগান। খবর পেয়ে মানিকতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। বিজেপির দাবি, এই সংগঠন তৃণমূল প্রভাবিত।

এদিনের এই বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় বলেন, ‘পুলিশের সামনে হামলা হল, আমি একজন প্রার্থী। সেখানে আমার কর্মীরাও সুরক্ষিত নয়? আমি নির্দিষ্ট জায়গায় জানাব। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই ধরনের কর্মকাণ্ড হচ্ছে।’

দেওয়াল লিখনে নিযুক্ত শিল্পীকে মারধর শ্যামনগরে, প্রতিবাদে থানা ঘেরাও বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর কেন্দ্রের পদ্ম প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে রবিবার সকালে ভাটপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর পাওয়ার হাউস মোড়ের কাছে দেওয়াল লেখার কাজ চলছিল। ব্যারাকপুর শিউল পঞ্চায়েতের মাতারঙ্গীর বাসিন্দা শান্তনু সরকার দেওয়াল লিখছিলেন। অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এসে দেওয়াল লিখনে বাধা দেয়। এমনকী শিল্পী শান্তনু সরকারকে ওরা মারধর করে বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে একাধিক দেওয়াল লিখন কালি ও গোবর লেপে মুছে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন বেলায় জগদ্দল থানায় দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। বিক্ষোভ শেষে তারা থানায় স্মারকলিপি জমা দেন। যদিও ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে পুলিশ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। এদিন বিক্ষোভে হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, বিজেপি নেতা সঞ্জয় সিং, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে ও মন্নু

সাউ প্রমুখ। বিধায়ক পবন কুমার সিং ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, কর্মীদের মারধরের ঘটনা পরপর ঘটেই চলেছে। অথচ পুলিশ নির্বিকার। নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না। পবনের বক্তব্য, কর্মীরা কতদিন চুপচাপ থাকবে? কর্মীরা ক্ষেপে পাল্টা দিলে প্রশাসন সামলাতে পারবে তো। অপরদিকে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, তৃণমূল হার নিশ্চিত জেনে ব্যানার, ফেস্টুন ছিঁড়ছে। দেওয়াল লিখন ওরা মুছে দিচ্ছে। কিন্তু পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকাও ঠিক নয়। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের দাবি, ব্যানার, পোস্টার ছেঁড়ার রাজনীতিতে তৃণমূল বিশ্বাসী নয়। স্থানীয় স্তরের কোনও সমস্যাকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপির ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খোদ কলকাতা শহরের বিজেপির ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র তথা কলকাতা দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরীর ব্যানার-পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বঙ্গ বিজেপি শিবির থেকে অভিযোগ, নববর্ষের আগের দিন রাতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী বাড়ির অদূরে কলকাতা দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরীর বেশ কয়েকটি নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং প্রচারের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়। আর শুভেচ্ছা আর প্রচারের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার ব্যাপারে বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী অভিযোগের আঙুল তোলেন তৃণমূলের বিরুদ্ধেই।

এই ঘটনায় দেবশ্রী চৌধুরী এও জানান, তৃণমূল সৈনিকরা কলকাতা দক্ষিণকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড় বলে দাবি করলেও তারা তাঁকে ভয় পেয়েছেন বলে দাবি করেন।

এদিকে বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খবর, যদুবাবু বাজার সংলগ্ন এলাকায় পরপর বেশ কয়েকটি ব্যানার সম্পূর্ণ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। রাস্তার দু’ধারে এই ব্যানারগুলিকে কার্যত ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় কলকাতা দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী মালা রায় যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে উল্টে আঙুল তোলেন বিজেপির দিকেই। মালা রায়ের দাবি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে বিজেপি কর্মী সমর্থক রায় নিজেদের প্রার্থীর ব্যানার ছিঁড়ে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মালা রায় এও জানান, ‘তৃণমূল করেছে এটা কি নিজের চোখে দেখেছেন? ওরা নিজেরাই ছিঁড়ে ফেলছে। আসলে প্রচারে আসতে চাইছেন। তদন্ত ছাড়াই উনি বলে দিলেন কীভাবে তৃণমূল ছিঁড়েছে? এটা বোঝাতে চাইছেন যে দক্ষিণ কলকাতায় এসে ওনাকে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। এটা অবাস্তব।’ প্রত্যুত্তরে দেবশ্রী চৌধুরী কটাক্ষের সুরে জানান, ‘প্রতিটি নির্বাচনে ওরা দাবি করে ৪২ এ ৪২। তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের পরে হাঁড়ি মাথায় করে নাচা ছাড়া আর উপায় নেই।’

আম্বেদকর জয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বি আর আম্বেদকর জয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, মহান সমাজ সংস্কারক এবং ভারতের সংবিধানের জনক ডঃ বি আর আম্বেদকরকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে গভীরভাবে স্মরণ করছি। আসুন আমরা সর্বদা মনে রাখি যে সংবিধান আমাদের গণতন্ত্রের পবিত্র গ্রন্থ। প্রসঙ্গত, ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (১৪ এপ্রিল ১৮৯১ , ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬) বাবাসাহেব আম্বেদকর নামেও পরিচিত ছিলেন। আইনবিদ ছাড়াও রাজনৈতিক নেতা, বৌদ্ধ আন্দোলনকারী ও পুনর্জাগরণবাদী, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, পণ্ডিত, নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, সুবক্তা, লেখক, অর্থনীতিবিদ, সম্পাদক, রাষ্ট্রবিপ্লবী প্রভৃতি পরিচয় ছিল তাঁর। প্রসঙ্গত, বাবাসাহেব ভারতের সংবিধানের খসড়া কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ও ভারতের সংবিধানের মুখ্য রচয়িতা ছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী এবং ভারতের দলিত আন্দোলনের অন্যতম পুরোধাও ছিলেন। ২০১২ সালে হিস্ট্রি টিভি.১৮ আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতীয়দের ভোটে তিনি ‘শ্রেষ্ঠ ভারতীয়’ নির্বাচিত হন। পাশাপাশি এদিন সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকরকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার অভিষেক এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকীতে, আমি ভারতীয় সংবিধানের দূরদর্শী স্থপতিকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। যখন গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক নীতিগুলি হুমকির মুখে, এমন এক সময়ে আসুন আমরা তাঁর শিক্ষা থেকে শক্তি অর্জন করি এবং তাঁর প্রিয় মূল্যবোধগুলিকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করি!

চিনার পার্কের রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্ষবরণের সন্ধেয় চিনার পার্কের রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। অগ্নিকাণ্ডের জেরে রেস্তোরাঁ লাগোয়া রাস্তায় ব্যাপক যানজট। ঘুরপথে চলছে বেশ কিছু বাস।

রবিবার সন্ধে সাড়ে সাতটায় চিনার পার্কের রেস্তোরাঁয় দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে শুরু করে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ভিতরে থাকা সকলেই। অগ্নিকাণ্ডের খবর কানে যাওয়া মাত্রই রেস্তোরাঁ থেকে বেরনোর জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। রেস্তরাঁ কর্মীরাই প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগিয়েছিলেন।

খবর পৌঁছয় দমকলে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দা। প্রসঙ্গত, শনিবারই দক্ষিণ দমদম পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের মেলাবাগান বস্তিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। দমদম রোডের ধারে হনুমান মন্দিরের কাছে বাগজোলা খাল সংলগ্ন ওই বস্তিতে রয়েছে খাটাল। এ ছাড়াও অনেকেই বাড়িতে গরু রাখতেন। দমদম-সহ বিভিন্ন জায়গায় এখান থেকেই দুধের সরবরাহ হয়।

সম্পাদকীয়

পথের সারমেয়দের সময়মতো নির্বীজকরণের কাজ করাতে সকলের লক্ষ্য রাখতে হবে

শহর, মফস্‌সলের গণ্ডি ছাড়িয়ে এখন বিভিন্ন গ্রামেও বহু নিরপরাধ, অসহায় মানুষের অসহনীয় জীবনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পথকুকুর-প্রেমীদের সৌজন্যে। এই পথকুকুর-প্রেমীদের অধিকাংশই আদৌ বন ও বন্যপ্রাণী প্রেমিক নন; মুরগি, খাসি, গরু, শুয়োর প্রভৃতি খেয়ে থাকেন অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে। কিন্তু কুকুর ও বিড়ালকে তাঁরা গোবলয়ের গোমাতার মতোই স্থান দিয়ে থাকেন। এর পিছনে বিবিধ তরল কুযুক্তির অবতারণা করাতেও তাঁদের জুড়ি মেলা ভার। সুপ্রিম কোর্ট এর আগে এই বিষয়ে নিজের উদ্বেগ ব্যক্ত করে জানিয়েছে যে, এ ভাবে প্রতি বছর কয়েক হাজার মানুষকে এদের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেওয়া যায় না কোনও সভ্য দেশে। পুরসভাগুলোকে এদের নির্বীজকরণের দায়িত্ব নিতে হবে। অবশ্যই কেউ নিজের ঘরের মধ্যে যে কোনও গৃহপালিত পশু যদি রাখেন অন্যদের অসুবিধা বা বিপদ না ঘটিয়ে, তা হলে তা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা যে কুযুক্তি দেন যে গবাদি পশুরাও প্রকৃতির সন্তান, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে; তা হাস্যকর। উন্নত বিশ্বে এটা কেউ ভাবতেও পারে না। এ দিকে, এ দেশে কমনওয়েলথ গেমস-এর মতো মহাযজ্ঞের আসর বসলে বা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আগমন হলে তড়িঘড়ি কয়েক লক্ষ সারমেয় নিধন হয়। কিন্তু যথাসময়ে তাদের নির্বীজকরণের গুরুদায়িত্বটি পালিত হলে তাদেরও এত অত্যাচার, শীতে-ঝড়ে, দুর্ঘটনায় কষ্ট পেতে হয় না, মানুষও ভাল থাকে। আক্রান্ত হওয়ার বাইরেও বহু মানুষের রাতের অতি প্রয়োজনীয় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোতেও এই অবাঞ্ছিত সারমেয়কুল ও তাদের অবুঝ, অসংবেদনশীল সারমেয়প্রেমীদের অবদান আছে। আশার কথা, দেশের নীতি-নির্ধারকরা এখনও এতটা বাস্তববুদ্ধিহীন হননি যে, এঁদের অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেবেন। ওই জোটবদ্ধ মানুষরা বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষদের প্রভাবিত করতে বেছে বেছে কিছু নিষ্পাপ চাহনির সারমেয়দের ছবি দেখান, দন্ত-বিকশিত, হিংস্রদের নয়। প্রতি বছর কয়েক হাজার লোক পথ-দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন গবাদি পশু রাস্তায় মুক্ত ভাবে বিচরণ করার ফলে। এ ব্যাপারে পথ-সারমেয়কুলেরও বিশেষ সুনাম আছে। সারমেয়রা মানুষের উপর নির্ভরশীল বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। কিন্তু তাদের অযথা প্রশ্রয় দিয়ে অন্যদের সমস্যার সৃষ্টি করা উচিত নয়; অন্তত এই চৈতন্যটুকু পথকুকুর-প্রেমীদের হোক।

জন্মদিন

আজকের দিন

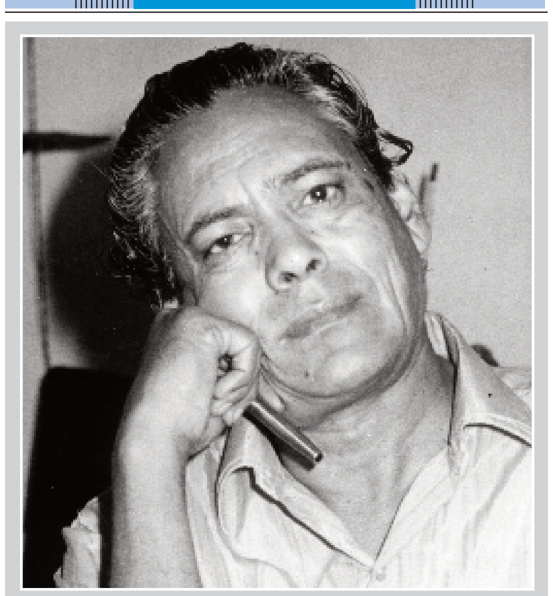

হসরত জয়পুরী

১৯২২ *বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার হসরত জয়পুরীর জন্মদিন।*
১৯৬৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মনোজ প্রভাকরের জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মন্দিরা বেদির জন্মদিন।*

ভারতে দ্রুত ছুটছে সেনসেক্স আশার আলো দেখছেন বিশ্লেষকরা

অশোক সেনগুপ্ত

সম্পদসৃষ্টির নিরিখে ভারত সত্যি কি কাজের কাজ কিছু করতে পারছে? নরেন্দ্র মোদীর আমলে এদেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ শক্ত হল কতটুকু? হাজারো বিতর্ক দেশে-বিদেশে। এর মধ্যেই সেনসেক্স পেরিয়ে গেল ৭৫ হাজারের সীমা।

শীর্ষস্থানীয় বিনিয়োগ সংস্থা মোবিয়াস ইমার্জিং অপারচুনিটিজ ফান্ডের চেয়ারম্যান মার্ক মোবিয়াস জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ বছরে সেনসেক্স ১ লাখের স্তর স্পর্শ করতে পারে। তিনি মনে করছেন, ভারতীয় শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত ইতিবাচক। তিনি মনে করছেন, আরও বেশি টাকা ঢালতে হলে ভারতীয় বাজারের আকার বাড়াতে হবে।

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, আগামী দিনে বাজারের গতিবিধিও নির্ভর করবে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের অবস্থান, বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ এবং অন্য দেশগুলোর নির্বাচনের উপরে।

বাজার বিশ্লেষক এবং 'দি হিন্দু বিজনেস লাইন'-এর প্রাক্তন ডেপুটি এডিটর প্রতীম রঞ্জন বসু এই প্রতিবেদককে জানান, 'শেয়ার বাজারের ওঠাপড়ার থেকে সে দেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির একটা খোঁজ পাওয়া যায়। সেদিক থেকে ১০ বছরে সূচকের তিনগুন বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ। শেয়ারবাজার ওঠা মানে হল বাজারে বিনিয়োগকারীরা দেশের বৃদ্ধির প্রতি আস্থাশীল। শেয়ারবাজার চাঙ্গা থাকলে, উদ্যোক্তারা কম শেয়ার ছেড়ে বেশি টাকা তুলতে পারেন, ফলে শিল্পায়নে গতি আসে। লক্ষ্য করার বিষয় দুটোঃ প্রথম, ভারতের শেয়ার বাজার আর বিদেশি বিনিয়োগকারী বা এফআইআই-এর ওপর নির্ভরশীল নয়। কোভিড পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার বাড়ার জন্যে এফআইআই-রা উন্নয়নশীল দেশ থেকে বেরিয়ে আমেরিকায় বিনিয়োগ বাড়ায়। ভারতের শেয়ার বাজারের ওপর এর প্রভাব পড়েনি। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী মিউচুইয়াল ফান্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে সে ঘাটতি পুষিয়ে দিয়েছে। ২) গত তিন বছর ধরে ভারতীয় সূচক ঊর্ধগতি বজায় রেখেছে, কিন্তু চিনের শেয়ার বাজারের সূচক পড়েছে ৪০ শতাংশের বেশি। অর্থাৎ চিনের ওপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমেছে।'

চার্টার্ড ও ফানান্সিয়াল অ্যানালিস্ট, আইআইটি-র এম টেক সুদীপ্ত গুহ জানিয়েছেন, 'একজন রিকশাওয়ালা এখন ইউপিআই (ইউনাইটেড পেমেন্ট ইন্টারফেস) ব্যবহার করছেন। ১০ বছর আগে ওঁনার মত ৫০ কোটি মানুষের হাতে ব্যাংক একাউন্ট ছিল না এবং উনি সুদীপ্ত সেন, গৌতম কুন্ডুদের কাছে টাকা রাখতেন। ফলে ছিল না জীবনবীমা, স্বাস্থ্য বীমা, দুর্ঘটনা বীমার পলিসি। আজ ওঁনার মত ৫০ কোটি মানুষের দৌলতে ভারতের ব্যাংকের কাছে ২ লক্ষ কোটি টাকার মূলধন বেড়েছে। মহাজনের কাছ থেকে রক্ষা পেয়েছে এই ৫০ কোটি মানুষ। মহিলারা খুলেছেন সমবায় পদ্ধতিতে ব্যবসা। কমেছে দেশের মুদ্রাস্ফীতি।'

কলকাতার একটি সুপরিচিত কলেজের অধ্যক্ষ, বিজনেস ম্যানেজমেন্টে পিএইচডি অধ্যাপক পঙ্কজ রায় এই প্রতিবেদককে বলেন, 'মূলধনের একটা মূল ভিত্তি শেয়ার বাজার। এর মাপকাঠি হল সেনসেক্স। ৯০-এর দশকে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙছে, তখন এদেশে শেয়ার বাজার তৈরি হতে শুরু করেছে। চিন যখন বাজার অর্থনীতি শুরু করে তখন এত বিনিয়োগকারী এর সুফল নিতে চেয়েছিলেন যে পুলিশকে লাঠি চালাতে হয়। ক্রমে চিনের অর্থনীতি শক্ত হলেও এখন সেদেশে সেই অবস্থা নেই। আর ভারতের অর্থনীতি গত এক দশকে দুই ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে এখন হয়েছে ৩.৭৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। নরেন্দ্র মোদীর লক্ষ্য বজরখানেক বাদে সেটা ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে নিয়ে যাওয়া। কেবল সেনসেক্সের এত বৃদ্ধি নয়, জিডিপি বেড়েছে দ্বিগুন। কোভিডের গ্রাস থেকে অনেক দেশের অর্থনীতি এখনও মুক্ত হতে পারেনি। কিন্তু ভারত এখন এতটাই মজবুত, বিশ্বের অন্যতম স্বর্ণ আমদানির রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে।'

সুদীপ্ত গুহর মতে, 'ব্রিটিশ জামানায় বেসরকারি সুদের হার ছিল ৩০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ। তখনকার সমাজে 'দুই বিঘা জমি' প্রতিটি ঘরে ঘরে চলতো। ইন্দিরা গান্ধী জাতীয়করণ করলেন। ১৯৯৮ পর্যন্ত ধার নিতো শুরু টাটা বিড়লারা। ১৯৯৮ থেকে অটলজি ব্যাংকের দরজা খুললেন মধ্যবিত্তদের জন্য এবং ধার নিয়ে বাড়ি গাড়ী পড়াশোনা শুরু করলো তারা। ২০১৪ তে মোদীজি আসার পরে দরজা খোলা হল প্রান্তিক মানুষের জন্য। পরের দশ বছরে রাশিয়া, কানাডা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালিকে ছাড়িয়ে আমরা ১০ থেকে ৫ এ। আগামী ৫ বছরে জার্মানি এবং জাপানকে ছড়িয়ে তিনে যাবো বলছে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি-রা। কিন্তু দেশের এক চাওয়ালা ঠিক করেছে, তার মত বাকীদের সঙ্গে নিয়ে দেশকে নিয়ে যাবেন ২ এ। ভুল তথ্য দিয়ে দুই নম্বরে থাকা দেশের বেলুন ফুটো হওয়া সময়ের অপেক্ষা।'

সম্প্রতি সমস্যার নাম 'খুচরো'

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

ঘটনা ১ — রাজাবাজার থেকে বাদিকে হাঁটাপথে নারকেল ডাঙ্গা থানার বিপরীত গলিতে ঘিঞ্জি এলাকায় বাচ্চারা গুলি খেলা করছিল। না,মার্বেলের গুলি নয়। এক টাকার ছোট কয়েন দিয়ে খেলা। ওটাই এখন ওদের গুলি খেলা। বললে বলে — 'না চলেলা। বাপকে পাস ঢের বা। হমলোগ খেলেলি।' মানে ছোটো এক টাকার কয়েন চলে না। বাবার কাছে অনেক আছে। আমরা এ নিয়ে খেলা করি।

ঘটনা ২ — অন্ধ লোকটি বললো, 'বাবু ভিক্ষা দিন না, ভিক্ষা।' ভদ্রলোক দিলেন। পকেট হাতড়ে ....এই নিন। ভিক্ষুক জানালেন — আপনি দিলেন ছোটো এক টাকার কয়েন? আরে, তুমি তো দেখতে পাও না! তবে.....? — তাতে কি! বুঝতে তো পারি। বাটিতে হালকা 'ঝন' আওয়াজে বুঝলাম এটা ছোটো এক টাকার কয়েন! আমার কাছে অনেকগুলি আছে। নেবেন? ভদ্রলোক নিরুত্তর। ততক্ষণে ট্রেন এসে গেল, ভদ্রলোক একরাশ চিন্তিত মুখে উঠেও পড়লেন।

ঘটনা ৩ —১৩ টাকা ভাড়া হয়েছিল। ১০০ টাকার নোট দেখালেন প্যাসেঞ্জার। রেগে আগুন অটোচালক। জানালেন — ছেড়ে দিন লাগবে না। মানে? — মানে আর কিছুই নয়, আপনি ভাড়া না দিলেও পেট ভরবে। অটোচালক ছুটলেন, প্যাসেঞ্জার হতবাক!

শেষ ঘটনা হয়তো সকলের কমবেশি জানা। হয়তো অভিমানী বা শিক্ষিত অটো চালক বন্ধু অনেকেই তেমন পান নি। তবে যারা পেয়েছেন তারা নানা ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন। যেমন খুচরো নিয়ে বচসা, গালাগালি, চরম অপমান কিংবা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উপেক্ষা। মানে ভাড়া না দেওয়া বা নেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে খুচরো সমস্যা এখন এক প্রবল আকার ধারণ করেছে। নোটবন্দির পড়ে বাজারে প্রচুর খুচরো ছাড়া হয়েছিল।ফলে তৎকালীন অনেকটা সমস্যা মিটে ছিল। কিন্তু তার পর যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় তখন আবার এই খুচরো এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মানে বাজারে এসে যায় প্রচুর পরিমানে খুচরো। ফলে নেওয়া ও দেওয়া সব ক্ষেত্রেই হয়ে দাড়ায় এক বৃহত্তর প্রবলেম।

বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর থেকে শুরু করে প্রায় সর্বত্র এই খুচরো সমস্যা ক্রমেই বেড়েই চলেছে। বরং কলকাতায় এই সমস্যা কিছুটা হলেও কম। এখানে বিশেষত বাসে এখনো এক টাকার ছোট কয়েন নেওয়া হয়। কিছু কিছু বাজারে হয়তো বা ছোট কয়েন নিয়ে অশান্তি চললেও বাকি কলকার বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে ছোট এক টাকার কয়েনে কোনো সমস্যা হয় না। বাট, আপনি যদি কালনাতে যান, বা কৃষ্ণনগরে যান সেখানে কোনো মতেই এই ছোট এক টাকার কয়েন আপনার নেওয়া হবে না। আর এখানে বলবার বিষয় হলো যেখানে ফেরি ঘাট মানে ভেসেল, নৌকা,লঞ্চ — সেখানে এই সমস্যা প্রবল। কারণ দেখা গেছে যেখানে ভাড়া ৩ টাকা, ৯ টাকা বা ৭ টাকা সেখানে তিন টাকার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমানে খুচরো পড়ছে। আবার যেখানে ৯ টাকা সেখানে হয়তো বা দেওয়া যাচ্ছে না এক টাকা ফেরত। আবার যেখানে সাত টাকা সেখানেও অসুবিধা হচ্ছে তিন টাকা ফেরত দিতে। কারণ দেখা গেছে এই তিন ক্ষেত্রেই হয়তো বা প্যাসেঞ্জার দিচ্ছেন ১০ টাকা। আবার তা যদি কয়েন হয় তো মহা সমস্যা। কারণ দেখা গেলো চেঞ্জ দিতে গিয়ে আবার এসে গেলো একটু বড় দশ টাকার কয়েন। মানে আবার খুচরো! এরপর ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায় এই সমস্যা তো লেগেই আছে। কেনো? কারণ দেখা গেছে এই খুচরো কয়েন আর ব্যাংকে নিতে চাইছে না গোনার সময়ের অভাবে। অন্য দিকে দেখা গেছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এই সমস্যার প্রবল ফায়দা নিচ্ছে। মানে দেখা গেলো ১ লক্ষ টাকায় ২০ হাজার টাকা অতিরিক্ত বাটা নিচ্ছে। আবার ফোন রিচার্জ করার ২১, ৪১ বা ১৪৭ টাকা সেম সেম খরিদ্দারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ২১ টাকার ক্ষেত্রে ৩০ টাকা দিলে ৯ টাকা ফেরত, নয়তো ১ টাকা দোকানদারকে ছাড় দিতে হচ্ছে। ৪১ বা ১৪৭ টাকার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। আবার শহরে রুটি কেনার ক্ষেত্রেও দোকানদারের লাভ এই খুচরো টাকার ক্ষেত্রে দেখা যায়। ধরা যাক একটি রুটির দাম সাড়ে তিন টাকা। আর আপনি নেবেন ৭টি রুটি। মানে হিসাবানুযায়ী দাম হলো সাড়ে চব্বিশ টাকা। আপনি ২৪ টাকা দিলে দোকানদার বেজায় চোটে যাচ্ছেন। আর সেক্ষেত্রে ২৫ টাকা দিতে আপনার হয়তো তেমন কোনো অসুবিধা মনে হবে না। মানে দেখা গেলো সবক্ষেত্রে দোকানদারের লাভ। কেনো হয় কারণ সেই খুচরো এর জন্য। আবার দেখা গেলো আপনি প্রবল হিসেবী। তবে তো আট আনা লসের কারণে আপনাকে সাড়ে তিন টাকা হিসাবে ৮ খানা রুটি নিতে হয়। মানে ২৮ টাকা। তাও কি আপনি জিততে পারলেন! না লাগলেও একটি রুটিতে ব্যবসায় দোকানদারের লাভ থেকে বিরত করতে পারলেন না। এর পর আছে ১০/২০ টাকা নোটের বেহাল দশা। ছেঁড়া ফাটা অনেকেই এক্ষেত্রে একসেপ্ট করছে। সমস্যা সার্বিক হলে লেনদেনে সমস্যা হয় না। তবে অন্য ক্ষেত্রে সমস্যা আরো ঘনীভূত হয় পেএন্ড ইউজ টয়লেটে। দেখা গেছে সেখানে খুচরো সমস্যা মারাত্মক। কতজন সচেতন মানুষ আছেন বলুন তো খুচরো টাকা আছে কিনা বা কত টাকা লাগবে জেনে শৌচাগারে যান! দেখা গেলো ভেবেছিলেন ২ টাকা, হলো ৩ টাকা। এবার! অগত্যা ধরালেন ১০ টাকা। তাও আবার ছেঁড়া। এবার আপনাকে ফেরত দিতে হবে ৭ টাকা। এ বার আপনি এই সাত টাকা খুচরো নিয়ে যখন কি করবেন ভাবছেন ঠিক তখনই সাত টাকা ভাঙানিতে কি বিরক্তিই না হচ্ছেন শৌচাগার চালক! তবে? উভয় সংকট! তবে কেনো এই সমস্যার সূত্রপাত? আসুন জেনে নিই।

সূত্র বলছে — নোটবন্দির সময় খুচরো সমস্যার কথা ভেবে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া প্রচুর পরিমাণে খুচরো টাকা বাজারে ছেড়ে ছিল। বছর দুই আগেও খুচরো সমস্যা মেটাতে রিজার্ভ ব্যাংক বেশি পরিমানে খুচরো টাকা বাজারে ছাড়ে। এরপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খুচরো কয়েন নেওয়া বন্ধ করে। আর সেই নির্দেশে ব্যাংকগুলোও একাউন্ট পিছু ১০০০ টাকার কয়েন জমা নেয়। এমনকি মফস্বলে ও গ্রামীণ ব্যাংকে তাও নেওয়া বন্ধ করে। ফলে চাহিদার থেকে খুচরো যোগান অনেক বেশি হয়ে যায়। আর ঠিক এই কারণে মহাজনেরা বাজার থেকে খুচরো নেওয়া বন্ধ করে দেয়।

তবে এই সমস্যা কাটাবার জন্য বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আপনারা এ কথা সকলেই জানেন যে আমাদের দেশে সরকার টাকার লেনদেন প্রায় বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে — ফোন পে, গুগল পে এর মত নানা মাধ্যমে। ফলে ফোন নম্বর বা কিউ আর কোড এখন বড় ভরসা। ফলে আপনাকে ছোট খাটো খুচরোর জন্য আর হয়রানি হতে হবে না। প্রত্যন্ত গ্রামেও আজ বহু দিন হলো তা চালু হয়ে গেছে। ফলে আপনাকে পরিবহনে, খুচরো বা বড় বাজারে শপিংমলে, সেলুন থেকে শুরু করে রুটির দোকান, এমনকি পে অ্যান্ড ইউজ শৌচাগারে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এই সুবিধা। ফলে আর সমস্যা থাকার কোনো কথা নয়। অনেকেই হয়তো বলবেন অ্যান্ড্রয়েড থাকলেও কি সবার সেই ফেসিলিটি আছে? উত্তরে বলি,আচ্ছা অ্যান্ড্রয়েডই বা আপনার প্রয়োজন হলো কেনো? ছোটো ফোনেই তো ছিল কাজ হয়ে যেতো। না, এটা ভুল ভাবনা। নিশ্চয় প্রয়োজন আছে, তাই না? ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কি তা আমরা অস্বীকার করতে পারি? যারা তাও বলেন তাদের বলি 'চিঠি'র প্রচলন প্রায় চলে যাচ্ছে কেনো? 'ঘুঁটে' কোথায় গেলো, গুল কোথায় গেলো? প্রায় উঠে যাচ্ছে তো! আসলে সবই হচ্ছে প্রয়োজনে। তাই না? এবার থেকে শিয়ালদা রেল শাখায় সব পে অ্যান্ড ইউজ শৌচাগারে দেখা যাবে কিউ আর কোড। আগে থেকেই রেল — টিকিটে লাইন এড়াবার জন্য নানা রকম টিকিটের ব্যবস্থা করেছিল — এবার তাতে সংযোজন হলো পে অ্যান্ড ইউজ শৌচাগার পরিষেবার সুবিধা। সুতরাং এটা দেখা গেলো যে আমাদের দেশ নানা চেষ্টা করে চলেছে। ভরসার কথা দেশের ব্যাংকগুলোতে এক টাকার কয়েন সহ সব ধরনের মুদ্রা পাঠাচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এছাড়া যেখানে ছোট এক টাকার কয়েন নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল তা প্রশাসনকে গুরুত্বের সাথে দেখতে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য তা সম্পূর্ণ ভাবে ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ মানুষ সেটাতে সক্রিয় ভাবে সমস্যা মেটাতে তৎপর হননি। সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাদের আরো সচেতন হতে হবে। কোনো কিছু নতুনকে গুরুত্বের সঙ্গে মেনে নিতে হবে। আমরা অনেকেই সেটা মানি আবার অনেকেই সেটা দেরিতে মানি। তবে মানতে আপনাকে হবে। হবেই।অন্তত সময়ের সাথে চলতে গেলে তো বটেই। যদি না হয় এত সুন্দর সেই 'সংস্কৃত' ভাষা শুধুমাত্র পুরোহিতের সাজঘরে আটকে থাকার মত অবস্থায় 'খুচরো সমস্যা'ও পরিণত হবে। কি মানবেন তো — আমাদের কতখানি আছে সচেতনতার অভাব!

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সন্দেশখালিতে নিখোঁজ স্বামীর খোঁজ পেতে সিবিআই তদন্তের দাবি জানাল স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: জেলার বসিরহাট মহকুমার ন্যাজাট থানার ভাঙিপাড়ার ঘটনা। ২০১৯ সালে ৬ জুন সন্দেশখালি বিধানসভার ভাঙিপাড়ায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় তৃণমূলের কর্মিসভা হয়। সেই কর্মিসভার শেষে এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ মণ্ডল, সুকান্ত মণ্ডল ও দেবদাস মণ্ডলের উপরে হামলা করে তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনী। দুষ্কৃতীরা এলোপাথাড়ি গুলি চালায়, ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় প্রদীপ মণ্ডল ও সুকান্ত মণ্ডলের। সেই সময় থেকে দেবদাস মণ্ডলের খোঁজ না পাওয়ায় তার পরিবার ন্যাজাট থানায় অভিযোগ করে। সেই অভিযোগে নাম উঠে আসে সন্দেশখালির বাদশা শেখ শাহাজান-সহ একাধিক তৃণমূল নেতাকর্মীর। পরবর্তীকালে শেখ শাহজানের নাম বাদ যায় এফআইআর থেকে তারপর দেবদাসের পরিবার দারস্থ হয় কলকাতার হাইকোর্টে। বিচারপতি পুনরায় এফআইআরে শেখ শাহজানের নাম বহাল রাখে। তারপর কেটে গেল পাঁচটি বছর আজও খোঁজ পায়নি তার পরিবার। তার পরিবার দাবি করছেন আমার স্বামী মৃত অথবা জীবিত ফিরে আসুক আমার ঘরে। বর্তমানে শেখ শাহজাহান রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় ইডি হেপাজতে রয়েছে। তাই তার পরিবার মহামান্য আদালতের কাছে দাবি জানাচ্ছেন তার স্বামীর খোঁজ পেতে সিবিআই তদন্ত করা হোক। নিহত প্রদীপ মণ্ডলের পরিবার সেই ঘটনার পর থেকে কোথায় আছে তা এখনো অনেকের অজানা। নিহত সুকান্ত মণ্ডলের পরিবার বলতে একমাত্র তার মা-ই ছিল তার ভরসা। দেবদাস মণ্ডলের পরিবারে বয়স্ক বাবা মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরানো পরিবারে একমাত্র রোজগেরে ছিল দেবদাস। বর্তমান তার সংসারের অবস্থা খুবই করুণ, তার বর্তমানে একটি মেয়ে ও একটি ছেলে রয়েছে, তারা জানে না তাদের বাবা কবে বাড়ি ফিরে আসবে। আদৌ কি ফিরবে দেবদাস মণ্ডল? না সেই দিনই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে? তারপর দেহ লোপাট করা হয়েছে। আজও অজানা তার মৃত্যুর রহস্য, এমনটাই জানাচ্ছেন তার স্ত্রী সুপ্রিয়া মণ্ডল।

বাংলা নববর্ষে জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরে ভক্তদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাংলা নববর্ষে জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরে উপচে পড়ল ভক্তদের ভিড়। দেশ-বিদেশের মানুষ এই দিনে মাতৃ দর্শন করে শুরু করলেন নতুন বছর, অনেকে চাইলেন এই লোকসভা ভোট যেন নির্বিঘ্নে হয়!

বাংলা বছরের প্রথম দিনে মা সারদার পবিত্র জন্মভূমি বাঁকুড়ার জয়রামবাটিতে উপচে পড়ল ভক্তদের ভিড়। শুধু এ রাজ্য বা এ দেশ নয়, বিদেশ থেকেও বহু ভক্ত এই দিনে মাতৃ দর্শনের উদ্দেশ্যে ভিড় জমালেন জয়রামবাটির মাতৃ মন্দিরে। দেবী মূর্তির সামনে উপস্থিত হয়ে ভক্ত ও পুণ্যার্থীরা সারা বছর ভালো ভাবে কাটানোর প্রার্থনা জানালেন। অনেকে সামনের লোকসভা নির্বাচন নির্বিঘ্ন হওয়ার প্রার্থনাও জানালেন বলে দাবি।

মা সারদার জন্মভূমি বাঁকুড়ার জয়রামবাটি। এই জয়রামবাটির মাতৃমন্দিরে প্রায় সারাবছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান লেগে থাকে। বিশেষ দিনগুলিতে মন্দিরে আয়োজন করা হয় বিশেষ পুজোর। প্রতি বছরের মতো এবছরও নববর্ষের সকালে বিশেষ পুজো দিয়ে শুরু হয় মাতৃমন্দিরের নববর্ষ। বিশেষ এই দিনে মাতৃ দর্শনের আকাঙ্খায় দেশ-বিদেশ থেকে বহু ভক্ত ও পুণ্যার্থী ভিড় জমান মাতৃ মন্দিরে। মাতৃমন্দিরের গর্ভগৃহে উপসনালয়ে উপস্থিত হয়ে মাতৃ প্রতিমার সামনে সারা বছর পরিবার-পরিজনের সুস্থতার কামনা জানান পুণ্যার্থীরা।

সাংসদ তহবিলে নির্মীয়মাণ হাই মাস্ট লাইটের বেসমেন্ট ভাঙার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোটের মুখে ফের উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানা এলাকায়। শনিবার রাতে কেউ বা কারা পদুয়া গ্রামে সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের টাকায় নির্মীয়মাণ হাই মাস্ট লাইটের বেসমেন্ট ভেঙে ফেলে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তৃণমূল ও বিজেপি পরস্পরকে দোষারোপ করেছে।

বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার পদুয়া গ্রামের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল গ্রামে একটি হাই মাস্ট লাইট বসানো হোক। সম্প্রতি সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের টাকায় সেই লাইট বরাদ্দ করেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। নির্বাচন ঘোষণার আগে সম্প্রতি টেন্ডার করে সেই হাই মাস্ট লাইট বসানোর কাজ শুরু করা হয়। হাই মাস্ট লাইটের কংক্রিটের বেসমেন্ট তৈরির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলে দাবি।

শনিবার রাতে কেউ বা কারা কংক্রিটের সেই বেসমেন্ট ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, কেটে ফেলে লোহার নির্মাণের নীচের অংশ। রবিবার সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপি কর্মীদের দাবি, ভোটের আগে ওই হাই মাস্ট লাইট বসানো হলে বিজেপি সাংসদ তথা এবারের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর সুনাম এলাকায় ছড়িয়ে পড়ত, সেই আশঙ্কাতেই তৃণমূল এই কাজ করেছে।

পালটা তৃণমূল এবিষয়ে দোষ চাপিয়েছে বিজেপির কাঁধেই। তৃণমূলের দাবি, তাঁরা উন্নয়নের পক্ষে। এই ধরনের সংস্কৃতিতে তৃণমূল বিশ্বাসী নয়। তাছাড়া তৃণমূল এলাকার মানুষের সঙ্গে থাকে। নির্বাচনের ঠিক আগে হাই মাস্ট লাইট বসিয়ে কাজ দেখানোর আলাদা করে প্রয়োজন পড়ে না তৃণমূলের।

স্কুল মাঠে বিল্ডিং তৈরির খবরে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: স্কুলের মাঠের মধ্যে তৈরি হবে ৩টি বিল্ডিং। যার কারণে স্কুলের মাঠে বন্ধ হবে খেলাধুলো। খবর পেয়ে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। মহকুমা শাককের কাছেও জানিয়েছেন গ্রামের মানুষ। বাগদার সলক কুলানন্দপুর জিএসএফপি স্কুলের ঘটনা। তবে কোন দপ্তরের থেকে এই নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে তা অজানা বাসিন্দাদের। এলাকার একমাত্র খেলাধুলোর জায়গা বন্ধ হয়ে দেবেন না বলে সোচ্চার হয়েছেন তাঁরা। বাসিন্দাদের দাবি, স্কুলের মাঠ ব্যবহার না করে স্কুল বিল্ডিংয়ের ওপর নির্মাণ করা হোক। দলমত নির্বিশেষে এলাকার মানুষ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। যদিও প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, ‘স্কুলের পুরনো ভবনের ওপরে যে জায়গা রয়েছে সেই লিংকটি হওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এই কাজ হচ্ছে। আন্দোলনের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।’

তারকনাথের পায়ে জল ঢেলে নতুন বছরের সূচনা ভক্তদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নববর্ষে সেজে উঠল বাংলা। ভক্তের ঢল নেমেছে মন্দিরে মন্দিরে। দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট, তারকেশ্বর, সর্বত্রই একই ছবি। রবিবার সকালেই হালখাতা নিয়ে মন্দিরে চলে এসেছেন হাজার হাজার মানুষ। সব থেকে বেশি ভিড় ব্যবসায়ীদের। সাত সকালেই ধনলক্ষ্মীর মূর্তি ও নতুন খাতা নিয়ে তারকেশ্বর মন্দিরে ভিড় জমিয়েছেন আশপাশের এলাকার ব্যবসায়ীরা। একই ছবি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরেও।

ভবতারিণীর মন্দিরে ভক্তদের ঢল। হালাখাতায় স্বস্তিক চিহ্নের ছাপ দিতে জমেছে ভিড়। সকালে মন্দির প্রাঙ্গণে যেতেই দেখা গেল লাইন। দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন প্রচুর মানুষ। ছোট থেকে মাঝারি, বড় সব ধরনের ব্যবসায়ীরাই এদিন ভিড় করেছেন দক্ষিণেশ্বর, তারকেশ্বরে। পরিবার-প্রিয়জনদের মঙ্গল কামনায় বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনেই পুজো দিতে ভিড় জমিয়েছেন হাজার হাজার ভক্ত। নববর্ষের শুভ কামনা জানালেন তারকেশ্বর মন্দিরের পুরোহিত। ভক্তদের ভিড় দেখে উচ্ছ্বসিত তিনিও।

বলেন, ‘প্রতি বছরের মতো এ বছরও সকাল থেকে এখানকার ব্যবসায়ীরা খাতা পুজো করতে আসছেন। তার ওপর রবিবার। সে কারণে ভিড়টা অনেকটা বেশি। আশপাশের এলাকার বহু মানুষই নতুন বছরের শুরুতে মন্দিরে পুজো দিতে এসেছেন।’ উচ্ছ্বসিত এলাকার বাসিন্দারাও। মন্দির লাগোয়া এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, ‘গাজন সংক্রান্তি গেল তো, তারপর ওপর পয়লা বৈশাখ, হাল খাতা, সব মিলিয়ে এবার ভিড়টা একটু বেশি। সকাল থেকেই প্রচুর মানুষ আসছেন পুজো দিতে। বাবার মাথায় জল ঢালতে অনেকে কাঁধে করে জলও এনেছেন। এত ভিড় দেখে সত্যিই খুব ভালো লাগছে।’

ভক্তদের মধ্যেও দেখা গেল তুমুল উচ্ছ্বাস। এক ভক্ত বললেন, ‘বাবার পায়ে জল ঢেলে নতুন বছরের শুভ সূচনা করতে চাই। এটা বাবার প্রতি একটা আবেগ, একটা ভালোবাসা। বাবার আশীর্বাদ নিয়েই এবার সব কাজ শুরু করতে চাই। ব্যবসা করতে গেলে বা যে কোনও কিছু করতে গেলে বাবা তারকনাথের আশীর্বাদ মাথায় পাওয়া যায় তা সত্যিই অতুলনীয়।’

বিষ্ণুপুরের যমুনা বাঁধের জলে ১৪৩১টি ডুবে অভিনব বর্ষবরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এ যেন এক নতুন বর্ষবরণ। বিষ্ণুপুরের এক যুবক সদানন্দ দত্ত অভিনব ভাবে নতুন বছরকে বরণ করে নিলেন। বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের ইতিহাস জড়িয়ে যমুনা বাঁধে। এই বাঁধের জলে ১৪৩১টি ডুব দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করলেন বিষ্ণুপুরের যুবক সদানন্দ দত্ত, যা দেখতে ভিড় জমান বিষ্ণুপুরবাসী।

প্রতিবছরই বাংলা এবং ইংরেজির নতুন বছরকে এই ভাবেই বরণ করেন সদানন্দ দত্ত। ১৪২৯ সালে ১৪২৯টি ডুব দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করেছেন। ১৪৩০ সালে ১৪৩০টি ডুব দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করেছেন সদানন্দ। এবার ১৪৩১ সাল, তাই ১৪৩১টি ডুব দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করলেন বিষ্ণুপুরের যুবক সদানন্দ দত্ত।

সদানন্দবাবু জানান, তাঁর এই অভিনব উদ্যোগ শুধুমাত্র গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ডে নাম তোলার জন্য। সেই লক্ষ্যে প্রতিবছরই এই ভাবেই নতুন বছরকে বরণ করে চলেছেন বিষ্ণুপুরের এই যুবক।

নববর্ষ এবার পালিত প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সারা রাজ্য বাংলা নববর্ষ পালনে মেতে উঠেছে। এবারের নববর্ষ পালনে আলাদা একটা উন্মাদনা ও নতুনত্ব আছে। এবার নববর্ষের দিনটি ‘বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস’ হিসাবেও সারা রাজ্যে সরকারি ভাবে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়ে উৎযাপন করা হচ্ছে। শাসকদল তৃণমূলও নেমে পড়েছে এই দিনটি পালনে। রাজ্য সংগীত ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল..পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হে ভগবান...’ গানটি সর্বত্র বাজতে শোনা যায়। সাংস্কৃতিক দলগুলিকে নাচে গানে এই রাজ্য সংগীতে মেতে উঠতে দেখা যায়।

অন্যদিকে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে বাঁকুড়ার তিলুড়িতে আয়োজন করা হয়েছিল এনভারনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যাল। পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডসের পক্ষ থেকে বাংলার জনপ্রিয় পরিবেশবাদী গান, নাচ ও নাটকে দিনটি পালন করা হয়। এদিন সকাল থেকে তিলুড়ি, ইতুড়ি, শালতোড়া ও ছাতনার শিল্পীরা এতে অংশ নেন। জল সংরক্ষণ ও চড়াই বাঁচাও নিয়ে গান পরিবেশিত হতে শোনা যায় শিল্পীদের কণ্ঠে। এদিন জেলার বিভিন্ন জায়গায় ভারতরত্ন ড. ভিমরাও রামজি আম্বেদকরের ১৩৪তম জন্মদিবস পালিত হয়।

বাঁকুড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের পক্ষ থেকে ৫১তম নববর্ষ বঙ্গ বিদ্যালয়ে নাচ, গান, যোগাসন প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে পালন করা হয় দিনটি। বাঁকুড়া প্রীতি সংস্থার উদ্যোগে যোগাসন, নাচ ও গানের মাধ্যমে শিল্পী ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দিনটি পালন করা হয়। এদিন সকাল থেকেই মন্দিরগুলিতে পুজো দেওয়ার ভিড় লক্ষ্য করা যায়। অনেক দোকানে হালখাতার অনুষ্ঠান করতেও দেখা যায়। বাজার, মিষ্টি, মাছ ও মাংসের দোকানগুলিতে ক্রেতাদের হুড়োহুড়ি লক্ষ্য করা যায়।

লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে টাকা বৃদ্ধিতে মহামিছিল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের বৃদ্ধির খুশিতে মহামিছিল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের। রবিবার বিকেলে পাণ্ডবেশ্বর ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হয় মিছিলটি।

রাজনৈতিক মহলের দাবি, এবারের ভোট প্রচারে শাসকদলের প্রধান হাতিয়ার লক্ষ্মীর ভান্ডার। সম্প্রতি লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের অনুদান ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০০০ ও ১২০০ টাকা। ইতিমধ্যেই রাজ্যের লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের প্রাপকদের অ্যাকাউন্টে বর্ধিত টাকা ঢুকতেও শুরু করেছে। এদিনের মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভানেত্রী সুনীতা ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ অনুভা চক্রবর্তী ও পাণ্ডবেশ্বর ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সহ অন্যান্য নেত্রীরা। এই মিছিলে দু' হাজারেরও বেশি মহিলারা পা মিলিয়েছিলেন। মিছিলের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদও জ্ঞাপন করেন মহিলারা।

বৃদ্ধার হারিয়ে যাওয়া টাকা ফিরিয়ে মানবিকতার পরিচয় দিলেন মালদার সিভিক ভলান্টিয়ার গৌতম

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা মেডিক্যাল কলেজের অসুস্থ এক রোগীর নগদ টাকা ফিরিয়ে দিয়ে মানবিকতার পরিচয় দিল এক সিভিক ভলান্টিয়ার। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন এলাকায়। ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম গৌতম চৌধুরী। তিনি ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত মালদা মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন এলাকায় কর্মরত রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর শিব মন্দির এলাকার বাসিন্দা এক বৃদ্ধ জ্বর নিয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন তার স্ত্রী সুমিতা সিংহ। এদিন সুমিতাদেবী অসুস্থ স্বামীর ওষুধ কেনার জন্য বাড়ি থেকে নগদ সাড়ে তিন হাজার টাকা নিয়ে এসেছিলেন মালদা মেডিক্যাল কলেজে। সেই সময় মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নগদ টাকাটি পড়ে যায় ওই বৃদ্ধার হাত থেকে। অন্যান্য দিনের মতো গৌতম চৌধুরী নামে এক ভলান্টিয়ার মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে কর্মরত ছিলেন। সেই সময় নজরে আসে পড়ে রয়েছে জরুরি বিভাগের সামনে একটি মানিব্যাগ। ব্যাগ খুলতেই লক্ষ্য করা যায় ব্যাগের ভেতরে রয়েছে নগদ সাড়ে তিন হাজার টাকা। পরে নজরে আসে ওই বৃদ্ধা কান্নাকাটি করছেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সামনে। ছুটে গিয়ে সিভিক ভলান্টিয়ার সমস্ত ঘটনা শুনে তার হাতে সেই হারিয়ে যাওয়া মানিব্যাগ সহ টাকা তুলে দেন বৃদ্ধার হাতে।

বলাবাহুল্য, মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিগত এক বছর আগে প্রায় সাড়ে আট হাজার টাকা ওই সিভিক ভলান্টিয়ার কর্মরত অবস্থায় আর এক রোগীকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সুমিতা সিংহ নামে ওই বৃদ্ধা জানান, ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করেছি। এদিকে গৌতম চৌধুরী জানান, খুব ভালো লাগল ওই গরিব মানুষের কষ্টের টাকা আমি ফেরাতে পেরেছি।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অনুযায়ী]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স মধ্যম ব্যাপার প্রা. লি. (CIN : U51109WB2006PTC107675) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত কোম্পানি এবং রেজিস্টডার্ড অফিস ফ্ল্যাট নং ২, ৯ম তল, নং ৩বি ক্যামাক স্ট্রিট কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৬ সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২১ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন “পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য” থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কটক অধিক্ষেত্র অধীন “ওড়িশা রাজ্যে” কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে ওড়িশা রাজ্যে পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
দরখাস্তকারীর পক্ষে
মধ্যম ব্যাপার প্রা. লি.
সুরেশ কুমার আগরওয়াল
(ডিরেক্টর)
ডিন - ০২৬০৬৬৯৩
তারিখ : ১৫.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা

মোদক ডেভলপমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি. অফিস ঠিকানা - ৬/৭এ, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৭
CIN : U45201WB1988PTC045188
ইমেল : piyushagr_076@yahoo.com
ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০, এবং ২০১৭ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) দ্বিতীয় সংশোধনী রুল সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর),
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মোদক ডেভলপমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ৬/৭এ, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭, ভারত সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বুধবার ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে “পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য” থেকে “জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে” কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
মোদক ডেভলপমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড
৬/৭এ, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭, ভারত
মোদক ডেভলপমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
(দরখাস্তকারী)
স্বা/-
বাঁকে বিহারি আগরওয়াল
ডিরেক্টর
ডিন-০১০০৮৮২৪
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩.০৪.২০২৪

ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)
CIN : U70109WB2008PTC125328
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫
যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ৪, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৩, কলকাতা - ৭০০০০১, পব
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫, পশ্চিমবঙ্গ
কোম্পানি, **ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) (“কোম্পানি”) বিক্রির বিষয়ে লিকুইডেটর কর্তৃক আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণের জন্য সাধারণভাবে জনসাধারণকে ই-নিলামের মাধ্যমে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে “**যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যেমন আছে, এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**” উল্লিখিত প্রস্তাবটি কোনো ধরনের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই।

১.	নিলামের তারিখ এবং সময় :	১৫.০৫.২০২৪ বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ, সর্বশেষ নিলাম সময় প্রতিবারই ৫ মিনিট সম্প্রসারিত হবে শেষ ৫ মিনিটের ডাকের সঙ্গে নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত।
২.	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	২৮,৫৯,৩৩০ (আঠাশ লাখ উনষাট হাজার তিনশ তিরিশ) টাকা।
৩.	ইএমডি	২,৮৫,৯৩৩ (দুই লাখ পঁচাশি হাজার নশো তেত্রিশ টাকা) টাকা। ইওআই দাখিলে কোনও অংশগ্রহণ ফি লাগবে না।
৪.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ	অ-চলতি বিনিয়োগ, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার। আরও বিস্তারিত জানতে ইওআই পাওয়া ইমেল মারফত উপলব্ধ
৫.	**ইওআই দাখিলের শেষ তারিখ**	**২৯.০৪.২০২৪**
৬.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ পর্যবেক্ষণ শেষ করতে হবে ১১.০৫.২০২৪ তারিখের মধ্যে।	
৭.	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ১৩.০৫.২০২৪ বিকেল ৫ টার মধ্যে।	
৮.	যোগ্যতার এবং অন্যান্য বিস্তারিত : ইওআই এর নিয়ম এবং শর্তাদি মোতাবেক। ইওআই নথি পাওয়া যাবে cirp.tripurari@gmail.com ইমেল মারফত।	

সংশোধিত আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ২০১৯-এর তফসিল I-এর অনুচ্ছেদ ১২ অনুসারে, ‘নিলামের সমাপ্তিতে সর্বোচ্চ দরদাতাকে নব্বই দিনের মধ্যে অবশিষ্ট বিক্রয় বিবেচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে; তবে শর্ত ত্রিশ দিনের পর পেমেন্ট করলে সুদ ১২ শতাংশ হবে; আরও শর্ত থাকে যে এই ধারার অধীনে প্রদত্ত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান না হলে বিক্রয় বাতিল করা যেতে পারে।
আগ্রহী ডাকদাতাগণকে ইমেল মারফত অনুরোধক্রমে প্রাপ্তব্য সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে সম্যক অবগত এবং সম্মত হয়েই আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানে সাড়া দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148
এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫.০৪.২০২৪ ইমেল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - শান্তনু চৌধুরী, ই-মেল আইডি - shantanu.chowdhury1@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬০৯৬৮৮৯৭৭
স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
[illegible]
https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp [illegible]
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০২.০৫.২০২৪
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে [illegible]

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১	ঋণগ্রহীতা : দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রা. লি. [illegible]	সম্পত্তি নং : ০১ ক) ৭১,৯৫,০০০.০০ টাকা খ) ৭,১৯,৫০০.০০ টাকা; সম্পত্তি নং : ০২ ক) ১৭,৬০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭৬,০০০.০০ টাকা	৫,২০,১৭,৬৬৭.০০ টাকা [illegible]	ক. নেই খ. স্বত্ব দখলীকৃত

ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)
পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২৫.০৪.২০২৪
সম্পত্তি নং ১ অনুসন্ধান (সম্পত্তির আইডি SBIN151960302065)
সম্পত্তির অবস্থান ভিডিও
ফটোগ্রাফস
সম্পত্তি নং ২ অনুসন্ধান (সম্পত্তির আইডি SBIN151960302071)
সম্পত্তির অবস্থান ফটোগ্রাফস ভিডিও
নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংকে অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংকে https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।
আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে
তারিখ : ১৫.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - শান্তনু চৌধুরী, ই-মেল আইডি - shantanu.chowdhury@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬০৯৬৮৮৯৭৭
স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে ০২.০৫.২০২৪ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি’-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০২.০৫.২০২৪
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - ‘আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।’

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১	ঋণগ্রহীতা : নির্মল চক্রবর্তী সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ দক্ষিণ পূর্ব দিকে বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪সি, পরিমাণ ৭২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ দুই বেড রুম, এক হল তথা ডাইনিং স্পেস, এক খোলা কিচেন, এক টয়লেট এবং এক ব্যালকনি ৫মতলে, জি-৪তলা “হোম গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট -৩” নামে ভবনে অবস্থিত মৌজা : বালি,আরএস খতিয়ান নং ৪১৪৮, আরএস দাগ নং ৭৫৪২, থানা: নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি), জেলা: হাওড়া,পিননং : ৭১১২০৫, স্থানীয় নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, (লিফট সুবিধা সহ) অধিক্ষেত্র জেলা রেজিস্ট্রার এবং অ্যাডিশনাল জেলা সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া, এবং অবিভক্ত বাস্তু জমির যথাযথ ভাগ অংশ পরিমাণ ৭ শতক তদস্থিত জি-৪তলা “হোম গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট-৩” নামে ভবন রেজিস্ট্রিকৃত নির্মল চক্রবর্তীর নামে দলিল নং ০৫০১০৯৭৮২-২০১৭ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০৫০১-২০১৭, পৃষ্ঠা [illegible]। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৪ডি, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : চাতাল, সিঁড়ি এবং লিফট।	ক) ১৬,২০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬২,০০০.০০ টাকা	২১,৭৯,৯৯০.০০ টাকা ২৯.১০.২০২১ অনুযায়ী এবং পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে বকেয়া নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট যোগাযোগের ব্যক্তি : ৯৪৩৩০৯৬৫৬৬	ক. নেই খ. স্বত্ব দখলীকৃত

ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা
পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২৫.০৪.২০২৪
সম্পত্তি অনুসন্ধান
এসবিআই ওয়েবসাইট Sbi.co.in
ই-নিলাম ওয়েবসাইট সম্পত্তি আইডি SBIN200018130773
ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৫ম তল, “হোম গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট-৩” অবস্থিত মৌজা বালি, থানা - নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি), জেলা - হাওড়া, পিন নং - ৭১১২০৫
ফটোগ্রাফস
নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংকে অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংকে https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।
আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে
তারিখ : ১৫.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

আসানসোলে লেনিনের মূর্তিতে মালা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল প্রধান বাসস্ট্যান্ডে লেনিনের মূর্তিতে মাল্যদান করেন আসানসোল পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। মাল্যদানের পরে তাঁকে লেনিনকে মালা পরানো প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'লেনিন হলেন আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে অন্য মনীষীদের মতো একজন মনীষী।'

এদিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে বর্ষবরণ উৎসব পালন করল আসানসোল উৎসব কমিটি। আসানসোলে গির্জা মোড় থেকে জিটি রোড ধরে রাহালেন মোড় পর্যন্ত এই শোভাযাত্রায় যায়। এই শোভাযাত্রায় সম্পূর্ণ বাঙালি পোশাকে দেখা গেল অভিজিৎ ঘটক ও নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে। অপরদিকে নিত্যদিনের মতো সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন মলয় ঘটক। এই শোভাযাত্রায় বাংলার বিভিন্ন সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয় যেমন এই শোভাযাত্রায় ছিল মহিলা ঢাকি, রণপা, আদিবাসী নৃত্য। শোভাযাত্রা শুরুর আগে ঘোষণা করা হয় শোভাযাত্রা পথে যে সব মনীষীদের মূর্তি আছে, তাতে মাল্যদান করবেন এই উৎসব কমিটিতে থাকা নেতৃত্ববৃন্দ।

এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, 'নববর্ষের সঙ্গে বছরের বাকি দিনগুলি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে যেন সহ অবস্থান করেন আসানসোল শিল্পাঞ্চলের জনগণ এটাই তাঁর প্রার্থনা।'

এই শোভাযাত্রা চলার সময় বাকি মনীষীদের মাল্যদান করেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক, অভিজিৎ ঘটক ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। শোভাযাত্রা শেষে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল পার্ক ময়দানে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক, পশ্চিম বর্ধমানের তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোল পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক সহ আসানসোলের তৃণমূলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব।

আরামবাগে বিজেপির ফাঁকা দেওয়াল নিয়ে তীব্র কটাক্ষ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিজেপির প্রচারে কর্মী নেই, দেওয়ালে শুধু প্রতীক, মানুষের মনেও নেই বলে কটাক্ষ তৃণমূলের। আরামবাগ শহর ও গ্রামীণ এলাকায় বহু দেওয়াল বিজেপি ঘিরলেও তাতে ভোট প্রচারের কোনও কথা বা প্রার্থীর নাম না থাকায় তীব্র কটাক্ষ তৃণমূল নেতৃত্বের। আরামবাগ জুড়ে বিজেপির মধ্যে বইছে গোষ্ঠী কোন্দলের চোরাস্রোত। বসে গিয়েছেন বহু বিজেপি কর্মী। পুরনো কর্মীদের অনেকেরই গা ছাড়া মনোভাব। প্রার্থী নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ ক্ষোভ উগড়ে না দিলেও দলের অন্দর মহলে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। তার জেরে লোক হচ্ছে না বিজেপি প্রার্থী অরূপ দিগার ভোট প্রচারে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার আগে যে সমস্ত দেওয়ালে শুধুমাত্র প্রতীক এঁকে অপেক্ষার প্রহর গুনছিলেন বিজেপি কর্মীরা। তাদের মনের মতো প্রার্থী না হওয়ায় সেইসব দেওয়াল ফাঁকাই পড়ে রয়েছে এখনও। আরামবাগ লোকসভায় তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার অনেক পরে বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করে। স্বাভাবিকভাবেই দলের মধ্যে চোরাস্রোত দানা বাঁধতে শুরু করে। তাই বিজেপি নেতা বিমান ঘোষের

গড়ে বিমান অনুগামী ছাড়া আর কোনও হেভিওয়েট উচ্চ নেতাদের দেখা যাচ্ছে না। ডাঃ অর্চনা মজুমদার, বাবুসোনা রায় থেকে শুরু করে সুশান্ত বেরাদের সেই ভাবে ভোট প্রচারে দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া প্রার্থী ঘোষণার আগে আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগের নামে পোস্টার পরলেও উনি প্রার্থী না হওয়ায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বিধায়ক অনুগামীদের একাংশ। এদিকে দলেরই কর্মীদের একাংশ মুখ ফেরানোয় প্রতি পদে পদে হোঁচট খেতে হচ্ছে অরূপ দিগারকে।

আরামবাগের তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও সংগঠন ধসে পড়ায় দেওয়াল লিখতে পারছে না। এই বিষয়ে আরামবাগ তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, বিজেপির গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ও প্রার্থী পছন্দ হয়নি বলে দেওয়াল লিখন করতে পারেনি। ওরা টিভিতে আছে, কাগজে আছে কিন্তু আম্ফান, করোনা ও বন্যার সময় মানুষের পাশে নেই। মানুষের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মীরা আছে। দেওয়ালেও নেই, প্রচারেও নেই ও মানুষের মনেতেও বিজেপি নেই। অপরদিকে বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, তৃণমূল এখনও দেওয়াল লিখতে পারেনি। দুটি লোক কাজ করছে। বহু দেওয়াল লিখন হয়েছে। দ্রুত সব দেওয়াল লিখন হয়ে যাবে।

ত্রিশূল অভিযান করে, স্বচ্ছ ভারত রাজনীতি গড়তে চাই : দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বাংলা বছরের প্রথম দিনেই বাবা বর্ধমানেশ্বর শিবমন্দিরে পুজো দিতে এসে ত্রিশূল হাতে এবার দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি বলেন, 'বাবার ওখান থেকে ত্রিশূল লাভ হল। এই বিশ্বে যখনই পাপ অশুভশক্তির প্রভাব বেড়েছে, তখনই তিনি ত্রিশূল হাতে তুলে নিয়েছেন, তাণ্ডব নৃত্য করেছেন। তাঁরই প্রেরণায় তাঁর ত্রিশূল নিয়ে আমরা অভিযান করে, স্বচ্ছ ভারত আর স্বচ্ছ রাজনীতি গড়তে চাই। ত্রিশূল তাঁর প্রতীক।

ভয়ে নাকি আত্মরক্ষার জন্য? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপবাবু বলেন, 'আত্মরক্ষা না দেশ রক্ষা।' পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপবাবু বলেন, 'টিএমসি চলে গেলে এই দিনটাও চলে যাবে, পয়লা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গ দিবস কী করে হল আমরা জানি না। পশ্চিমবঙ্গকে মিটিয়ে দিয়ে বাংলা করার চেষ্টা করছেন আবার পশ্চিমবঙ্গ দিবসও করছেন।'

রবিবার বর্ধমান শহরের আলমগঞ্জ কল্পতরু মাঠে সকালে প্রাতর্ভ্রমণে যান বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করে তিনি আলমগঞ্জ মোড় পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় চায়ে পে চর্চার সঙ্গে জনসংযোগ করেন। অভিষেক বন্দোপাধ্যায় বলেছেন তৃণমূলকে জেতালে আগামী ১ ডিসেম্বরের মধ্যে অগস্টের প্রথম কিস্তির টাকা ঢুকে যাবে প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'দু'-তিনবার তো জেতাল সবার পকেট ফাঁকা, টাকা পৌঁছচ্ছে, কোথায় পৌঁছচ্ছে সেটা লোকে জেনে গিয়েছে। সে জন্য টিএমসি জিতলে কয়েকটা পরিবার, কয়েকটা লোকের সুবিধা হবে, বিজেপি জিতলে সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে, তাঁরা সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।'

বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদের প্রসঙ্গে বলেন, 'লোকে ওঁকে দেখছে একবার ঘোরায় চড়ছেন আবার অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে রাস্তায় হাঁটছেন, এটা কি ধরনের গণতন্ত্র, উনি দাঁড়িয়েছেন না ওঁর স্ত্রী দাঁড়িয়েছেন ভোটে, উনি যত ড্রামা করছেন। তারপর নাচানাচি করে, যেমন রাস্তায় বাঁদর খেলা দেখায় না, নেচে লোক জোগাড় করার চেষ্টা করছেন।'

এলাকায় কম এসেছি কিন্তু পালিয়ে যাইনি : দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: গত ১০ বছরে এলাকায় আমাকে কম দেখা গেছে ঠিকই, কিন্তু আমি পালিয়ে যাইনি। ঘাটাল লোকসভা এলাকার সবংয়ে ভোট প্রচারে গিয়ে একথা স্বীকার করলেন তৃণমূল প্রার্থী দেব। তাঁর সমর্থনে সবংয়ের দেহাটিতে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় বক্তব্য রাখার সময় দেব বলেন, হ্যাঁ, এটা ঠিক গত ১০ বছরে আমাকে এলাকায় কম দেখা গিয়েছে। তবে, ঘাটালে যখনই বন্যা হয়েছে আমি এসেছি। কম দেখা দেওয়া আর পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কম দেখা দেওয়া আর ভয় পেয়ে বাড়িতে বসে থাকার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই আমার বিরুদ্ধে একটাই অভিযোগ থাকতে পারে আমাকে হয়তো কম দেখা গিয়েছে। কিন্তু জনপ্রতিনিধির কাজ হচ্ছে কম দেখা গেলেও মানুষকে শান্তিতে রাখা। সেই কাজে দেব এগিয়ে। দেব বলেন, আপনাদের আবার বলছি আপনাদের যদি মনে হয় দেব ঠিকঠাক কাজ করতে পেরেছে তাহলে ভোটটা কাকে দিতে হবে আপনারা জানেন। তৃণমূল কী উন্নয়ন করেছে আপনারা দেখেছেন। সুতরাং আপনারা যাকে ঠিক মনে করবেন তাঁকেই ভোট দেবেন। সভার পর দেহাটি থেকে তেমাথানি পর্যন্ত রোড শো করেন দেব।

সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সবাই পাচ্ছেন কিনা দেখাই লক্ষ্য, দাবি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার গ্রামে গ্রামে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচার শুরু করলেন বিধায়ক তথা জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা আসানসোল লোকসভার চর্চিত নাম। গত ২০২২ সালের লোকসভা উপনির্বাচনে এক লক্ষ ভোটে লিড পেয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। তাই এবারেও টার্গেট ধরে রাখতে মরিয়া পাণ্ডবেশ্বর। এক লক্ষ ভোটের লিড পাওয়ার পরেই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নাম দেন লক্ষ নরেন। সেই ফলাফল ধরে রাখতেই এবার গ্রামে গ্রামে দরজায় দরজায় প্রচার শুরু করলেন বিধায়ক। এদিন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে, প্রথমে স্থানীয় ধর্মরাজ মন্দিরে পুজো দেন এবং গ্রামের প্রতিটি কোনায় কোনায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে প্রচার করেন। বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দাবি, 'এটা কোনও প্রচার নয়।

পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় প্রচারের প্রয়োজন পড়ে না, সারা বছর প্রতিটি মানুষের সুখে দুঃখে আমরা রয়েছি। তৃণমূল কংগ্রেস কোনও ভোট পাখি নয় যে শুধু ভোটের সময় আসবে। দিদির প্রত্যেকটা প্রকল্প, সাধারণ মানুষ পাচ্ছে কিনা তারই খোঁজখবর নেওয়ার এই প্রয়াস।'

অন্যায় হয়েছে, যুবককে চড় থাপ্পর মারার অভিযোগে দাবি পাঠানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: যা হয়েছে অন্যায় হয়েছে। এমনটা হওয়া উচিত ছিল না। বহরমপুরের যুবককে চড় থাপ্পর মারায় অভিযোগে এমনই প্র তিক্রিয়া দিলেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। এদিন ওই আক্রান্ত যুবকের সঙ্গে দেখা করতে যান ইউসুফ পাঠান। পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি বলেন, 'সাংসদের কাছে যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন। এটা তাঁদের অধিকারের মধ্যে পড়ে। অন্যদিকে বড় মাপের

সাংসদেরও উচিত সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া। কিন্তু যা হয়েছে তা হওয়া উচিত ছিল না। এটা অন্যায় হয়েছে।'

বহরমপুরে অধীর পিচে ব্যাট করতে নেমে এই প্রথম অধীরের বিরুদ্ধে সোজা ব্যাটে ছক্কা হাঁকালেন ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন তারকা। এর আগে অধীরের কোনও প্রশ্নেই তাঁকে সরাসরি আক্রমণে যেতে দেখা যায়নি। গুজরাট থেকে ইদ সেরে রবিবারই বহরমপুরে পা রাখেন ইউসুফ পাঠান। আর এসেই অধীরের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন ইউসুফ।

শনিবার বহরমপুরের গান্ধি কলোনিতে প্রচারে যান অধীর চৌধুরী। গান্ধি কলোনি থেকে পদযাত্রা করে বিটি কলেজ পর্যন্ত প্রচার সারেন। ফেরার পথে গান্ধি কলোনির মন্দির থেকে অধীর চৌধুরীকে গোব্যাক স্লোগান তোলেন কয়েকজন। আর তাতেই মেজাজ হারান বহরমপুরের দাপুটে নেতা। গাড়ি থেকে নেমে তেড়ে যান এক যুবককে লক্ষ্য করে। বিভান দে নামে তৃণমূল সমর্থক ওই যুবককে মারধর করার অভিযোগ ওঠে অধীরের বিরুদ্ধে। সিসিটিভি ফুটেজেও সেই ছবি ধরা পড়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিবাদে নামে তৃণমূল। অধীর চৌধুরীকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো হয়। যদিও নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানান অধীর। জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানানোয় ইতিমধ্যে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিন বহরমপুরে ফিরে আক্রান্ত যুবকের পাশে দাঁড়ালেন ইউসুফ। ঘটনার নিন্দা করলেন। আক্রান্ত যুবকের সঙ্গে দেখা করেন ইউসুফ।

বিভান দে বলেন, 'ইউসুফ বাড়িতে এসেছেন খুব ভালো লাগছে। মনোবল বাড়ল। আমাকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ভয় পেয়েছিলাম। ইউসুফ পাশে দাঁড়ানোয় সাহস ফিরে পেয়েছি।' রাজনৈতিক মহলের দাবি, বছর দশেক আগে আক্রান্ত যুবকের বাবা বাদল দে অধীর চৌধুরীর কোপে পড়েছিলেন। অধীর চৌধুরী তখন মধ্য গগনে মুর্শিদাবাদ শাসন করছিলেন। বহরমপুরের মানুষ সেদিনের সাক্ষী ছিল। শনিবার কার্যত তারই রিপিট টেলিকাস্ট হয়েছে। এবার অধীরের রোশের সামনে ছিল বাদলবাবুর ছেলে।

বিজেপির অস্থায়ী কার্যালয়ের উদ্বোধন জগন্নাথ সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নববর্ষের দিন নবদ্বীপ বিধানসভা নির্বাচনী অস্থায়ী কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। সামনে লোকসভা নির্বাচন আর সেই নির্বাচনের প্রাক্কালে অস্থায়ী ভাবে নবদ্বীপ বিধানসভা নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হল নবদ্বীপ ঘাট সংলগ্ন এলাকায়।

উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার ও একাধিক বিজেপির নেতৃত্ব। নির্বাচনী অস্থায়ী কার্যালয়ে উদ্বোধন করতে এদিন জগন্নাথ সরকার জানান ,এই এলাকাটি নবদ্বীপের একটি সাইডেই বলা চলে এবং নবদ্বীপের কেন্দ্রবিন্দু। আর এই কারণেই এই জায়গায় অস্থায়ী ভাবে কার্যালয় তৈরি করা হল। যোগাযোগের ক্ষেত্রেও সবারই সুবিধা হবে। গঙ্গা তীরবর্তী ঘাট রয়েছে সামনেই তাঁরা চট করে গঙ্গা পারাপার করতে পারবেন। দুই পাড়ের মানুষের ক্ষেত্রেই এই কার্যালয়ে আসার সুবিধা হল।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি আমঘাটা পর্যন্ত রেল চালু হওয়ার পরে একটি সংগঠন গঠিত হয়েছে, নবদ্বীপ ঘাট রেল বাঁচাও কমিটি নামে। তাদের দাবি, নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেলপথ আনা চাই। এই বিষয়ে জগন্নাথ সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'এরা রেল না দাবি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিএম এর কাছে ধরনা দিক। রেললাইনটা পাশ হয়ে আছে। জমি ক্লিয়ার করে দিলে পরের দিনে আমি চালু করার ব্যবস্থা করব। অকারণে অপ্রয়োজনে শক্তি নষ্ট না করে তাঁরা জায়গা মতো যান যেন। যাঁরা জায়গা অধিগ্রহণ করে রেখেছেন তাঁদেরকে উঠিয়ে দিক রেল চালু হয়ে যাবে।'

পাঁচ দলিত জাতিকে এসসি(এ) ক্যাটাগরিভুক্ত করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বাউরি সহ মুচি, হাঁড়ি, ডোম, মেথর এই পাঁচ জাতিভুক্ত মহা দলিতদের এসসি (এ) ক্যাটাগরিভুক্ত করার দাবি তুলল তপশিলি আদিবাসী বাউরি সমাজ কল্যাণ সমিতি। বিআর আম্বেকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রবিবার রঘুনাথপুর শহরে বড় মাপের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ওই সংগঠন। বর্ণাঢ্য মহামিছিলে সামিল হয়েছিল মহাদলিত সম্প্রদায়ের হাজার তিনেক লোকজন। ছিলেন মহিলারাও।

পরে সংগঠনের রঘুনাথপুর মহকুমার সম্পাদক শান্তনু বাউরি জানান, কুড়মি সমাজের মতো তারা সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না। কিন্তু মহাদলিতদের এসসি (এ) ক্যাটাগরিভুক্ত করা, বাউরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডে রঘুনাথপুর মহকুমার বাসিন্দা বাউরি সম্প্রদায় থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা সহ রঘুনাথপুরে বিআর আম্বেদকরের মূর্তি স্থাপন ও আম্বেদকর ভবন নির্মাণের দাবি তাঁরা আসন্ন নির্বাচনে নানা রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তুলে ধরবেন। যে দল তাঁদের দাবির প্রতি সহমত পোষণ করে তা পূরণ করবে, নির্বাচনে সেই দলের প্রার্থীকেই সমর্থন করার বিষয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন।

র‍্যালিতে নিজের জুতো পালিশ বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোট বড় বালাই, আম্বেদকরের জন্মদিন উপলক্ষে বাঁকুড়া শহরের র‍্যালিতে বেরিয়ে জুতো পালিশ করলেন বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার।

ভোটের প্রচারে বেরিয়ে এর আগে বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলকে কখনও চুল কাটতে দেখা গিয়েছে, কখনও আবার তাঁকে দেখা গিয়েছে চা বানাতে, চপ, পাঁপড় ভেজে তা বিক্রি করতে। এবার বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারকে দেখা গেল প্রকাশ্যে হুডখোলা গাড়িতে জুতো পালিশ করতে। রবিবার বিআর আম্বেদকরের জন্মদিন উপলক্ষে বাঁকুড়ার মাচানতলা থেকে লালবাজার পর্যন্ত বিশেষ র‍্যালিতে অংশ নিয়ে হুডখোলা গাড়িতে চড়ে নিজের জুতো পালিশ করলেন সুভাষ সরকার।

সংবিধান প্রণেতা বিআর আম্বেদকরের জন্মদিন উপলক্ষে এদিন বাঁকুড়ার প্রাণকেন্দ্র মাচানতলা থেকে লালবাজার পর্যন্ত দলিতদের নিয়ে মিছিল করেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার। মাচানতলা থেকে হুডখোলা গাড়িতে চড়ে এই মিছিলে অংশ নেন সুভাষ সরকার। হঠাৎই তিনি নিজের হাতে তুলে নেন নিজের জুতো। হুডখোলা গাড়ির ওপরেই ব্রাশ দিয়ে সেই জুতো পালিশ করতে শুরু করেন তিনি।

তাঁর দাবি, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে কোনও কাজই ছোট নয়। বিআর আম্বেদকর দলিত ও অত্যন্ত নিম্নবর্গ থেকে উঠে এসে সংবিধান প্রণয়নের মতো মহান কাজ করেছিলেন। আম্বেদকরের স্বপ্ন আজ পূরণ করছেন নরেন্দ্র মোদি। বিআর আম্বেদকরের সেই ভাবনা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই তিনি এদিন জুতো পালিশ করেছেন।

রিষড়ায় সিপিএমের দেওয়াল লিখন নিয়ে তুমুল বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, রিষড়া: রিষড়ায় বামেদের দেওয়াল লিখন নিয়ে তুঙ্গে বিতর্ক। তড়িঘড়ি তা মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল সিপিএম। রিষড়া বাঙুর পার্কে শ্রীরামপুরের সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধরের সমর্থনে দেওয়াল লেখা হয়। সেখানেই কার্টুন আঁকা হয়েছিল। বিজেপি-তৃণমূলের 'আঁতাত'-এর দাবিকে সামনে রেখে এই দেওয়াল লিখন লিখতে চেয়েছিল বামেরা। সেখানে দেখানো হয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পদ্মফুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে জোড়াফুলের প্রতীক। অন্যদিকে, তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অমিত শাহ।

এই কার্টুনে জাতীয় ফুলের অবমাননা বলে অভিযোগ করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, পদ্মফুল শুধু বিজেপির প্রতীক নয়, জাতীয় ফুলও বটে। তাই কারও পায়ের নীচে এই ধরনের ছবি অবমাননাকর। সিপিএম এই সমস্ত দেওয়াল লিখন করে প্রচারে থাকতে চাইছে। রিষড়া পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলর বলেন, 'আমরা নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাব।'

রিষড়া যুব তৃণমূল সভাপতি দীপশঙ্কর দত্ত বলেন, 'বাম রাম সেটিং সবাই দেখেছে। ২০১৯ সালে কী হয়েছিল! আর বিজেপি জাতীয় ফুলের কথা বলছে! তাদের পতাকায় থাকে পদ্মের ছবি। সেগুলি যখন রাস্তায় নর্দমায় গড়ায় তখন অবমাননা হয় না?' তিনি আরও বলেন, 'এই কার্টুনের মাধ্যমে যে লিখেছে এই দেওয়াল লিখন তিনি নিকৃষ্ট মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। রাম এবং বাম মিলে মিশে একাকার হয়েছে। ওরা নিজেদের সেটিংয়ের রাজনীতি করে চলেছে। ওরা বুঝে গিয়েছে লোকসভা নির্বাচনে আমরা ওদের বিরাট ভোটে হারাতে চলেছি। তাই এই সমস্ত বলছে।'

এই দেওয়াল লিখন ঘিরেই বিতর্ক প্রসঙ্গে সিপিএমের স্থানীয় নেতা প্রদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'একটা ভুল আমাদের জুনিয়র কমরেডরা করে ফেলেছে। আমরা মুছে দিয়েছি। এটা করা ঠিক হয়নি।' এই দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

উল্লেখ্য, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য তৃণমূল রাজ্যের ৪২টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে। কেন্দ্রে ইন্ডিয়া জোট থাকলেও বাংলায় সিপিএম এবং কংগ্রেসের সঙ্গে নয়, আলাদা লড়ছেন বলেই জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে কংগ্রেস এবং বামেরা ইতিমধ্যেই আসন সমঝোতা শেষ করেছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা মাসে ১০ হাজার করার জন্য আন্দোলনে বাম-কংগ্রেস! দাবি হাত শিবিরের প্রার্থীর। দেওয়া হয়েছে প্রার্থীও। বামেরা এবারে একাধিক তরুণ মুখের ওপর ভরসা রেখেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলেন দীপ্সিতা ধর।

রবীন্দ্র গানে বাংলা নববর্ষ বরণে সামিল আরামবাগবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: 'এসো হে বৈশাখ' ডাক দিয়ে ১৪৩১ বাংলার নববর্ষকে স্বাগত জানাল আরামবাগবাসী। শনিবার বাংলার নববর্ষকে স্বাগত জানাল হুগলির আরামবাগের নরক গুলজার নাট্যসংস্থা। যাবতীয় ভেদাভেদ ভুলে গ্লানি কাটিয়ে নতুন বছরে পদার্পণ করা আপামোর বাঙালি। আনন্দ ও হাসির মধ্যে দিয়ে তা বরণ করে তো নিতেই হবে বাংলার নববর্ষকে। আপামোর বাঙালির কাছে নববর্ষ একটা আবেগের দিন, আনন্দের দিন বলা যায়। প্রসঙ্গত, বৈশাখ মাস বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে প্রথম

মাস। বৈশাখ শব্দটি এসেছে বিশাখা নামক নক্ষত্রের নাম থেকে। এই মাসে বিশাখা নক্ষত্রকে খুব কাছে দেখা যায় সূর্যের। বৈশাখ মাসের প্রথম দিনটিতে নতুন হালখাতা দিয়ে বছরের প্রথম মাস শুরু করেন বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা। কথিত আছে, বৈশাখ মাসে গঙ্গায় স্নান করলে মানুষ বিশেষ ফল লাভ করে। এদিন আরামবাগ শহরে একটি প্রভাত ফেরির মাধ্যমে নতুন বছরকে স্বাগত জানায় এলাকার মানুষ। এই প্রভাতফেরিতে নরক গুলজার নাট্যসংস্থার কমকর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে এই প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করেন। প্রভাতফেরিটি নরক গুলজার নাট্যসংস্থার ক্লাবের সামনে থেকে বের হয়ে শহর পরিক্রমা করে। ৪২ বছর ধরে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে এই নাট্য সংস্থা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা কাউন্সিলর স্বপন নন্দী, নাট্যকার বুবু বন্দ্যোপাধ্যায়, নরক গুলজার নাট্য সংস্থার সভাপতি জয় সিংহ রায়, সম্পাদক পলাশ অধিকারী শুরু করে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। এই বিষয়ে বুবু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আমরা নরক গুলজার নাট্য সংস্থার পক্ষ থেকে গত ৪২ বছর ধরে এই বৈশাখ বন্দনার অনুষ্ঠান করছি। নতুন বছর ১৪৩১ সালকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আরামবাগের নগরবাসীকে আমাদের নাট্য সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানাই।

নববর্ষে সব পেয়েছির আসরের শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সব পেয়েছির আসরের পশ্চিম মেদিনীপুর অঞ্চলের উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। বিদ্যাসাগর হল প্রাঙ্গণ থেকে সেই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠাতা স্বপন বুড়োর প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শোভাযাত্রা সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান শুরু হয়। করোনা পরিস্থিতির পর থেকে আসরের শাখা সংগঠনগুলিতে শিশুদের উপস্থিতির সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কমতে শুরু করে। যে সকল শাখায় আসরগুলি চলছে তাদের সবাইকে নিয়েই এদিনের এই শোভাযাত্রা ও অন্যান্য কর্মসূচি নেওয়া হয়। সংগঠক সাধন দে, অনুষ্ঠান কমিটির সভাপতি গগনচাঁদ কুণ্ডু, সুব্রত খাঁড়া, নিখিল দাস সহ আসরের সকলেই এদিনের শোভাযাত্রায় পা মেলান।

ইজরায়েলে ইরানের ড্রোন হামলায় উদ্বিগ্ন ভারত
পরিস্থিতির দিকে নজর কেন্দ্রের

নয়দিল্লি, ১৪ এপ্রিল: ইজরায়েলের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ইরানের ড্রোন হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। রবিবার সকালেই বিবৃতি দিয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, 'ইরান এবং ইজরায়েলের শত্রুতায় পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির অবনতিতে আমরা গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন। ওই এলাকার শান্তি বিঘ্নিত করছে এই আক্রমণ। আমরা অবিলম্বে হামলা থামিয়ে শান্তি স্থাপনের দাবি জানাচ্ছি। হিংসার পথ থেকে সরে এসে আমাদের কূটনীতির পথে হাঁটতে হবে।' বিদেশ মন্ত্রক আরও বলেছে, 'আমরা পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছি। ওই এলাকায় আমাদের দূতাবাস ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। এলাকায় নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।' ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার অন্তত ২০০ ড্রোন ইজরায়েলের দিকে ছুড়েছে ইরান। ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার উদ্দেশ্যে ওই ড্রোন ছোড়া হয়েছে। জেরুজালেমে শোনা গিয়েছে যুদ্ধের সাইরেনের শব্দ। ইতিমধ্যে এই হামলার মোকাবিলায় আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স-সহ একাধিক দেশকে পাশে পেয়েছে ইজরায়েল। জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর। ইরানি ড্রোনগুলি আকাশপথেই গুলি করে নামানো হচ্ছে। ইজরায়েলকে পাল্টা হুঁশিয়ারিও দিয়েছে ইরান। তারা জানিয়েছে, ইজরায়েলের সমর্থনে যে সব দেশ অস্ত্র ধরবে, ইরান তাদের উপরেও হামলা করতে প্রস্তুত। গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার দামাস্কাসে ইরানের দূতাবাসে বোমা হামলা চালায় ইজরায়েল। তারই জবাব হিসাবে রবিবার ইরানের এই হামলা। ভারত সরাসরি কোনও পক্ষ নেয়নি। পশ্চিম এশিয়ায় শান্তির দাবি জানিয়েছে।

সাত সকালে সলমনের বাড়ির সামনে গুলি! নেপথ্যে কি লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং!

মুম্বই, ১৪ এপ্রিল: দিনের শুরুতেই বলিউডের সুপারস্টার সলমন খানের বাড়ির সামনে চলল গুলি । রবিবার সকালে সলমনের বাড়ির ঠিক সামনেই এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি কয়েক রাউন্ড গুলি চালান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যেই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

মুম্বইয়ের বান্দ্রায় গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন সলমন খান। এ দিন ভোর ৫টা নাগাদ হঠাৎই এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এসে গুলি চালায় সলমনের বাড়ির সামনে। শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলি চালান ওই ব্যক্তি, এমনটাই খবর। গুলি চালানোর পরই ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। গুলির শব্দে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। গোটা এলাকা এখন থমথম করছে। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজগুলি খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। তদন্ত করছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, বলিউডের সুপারস্টার সলমন খান গত বছর থেকেই একাধিক উড়ো হুমকি পাচ্ছেন। কুখ্যাত গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই ও তাঁর গ্যাং একাধিবার সলমন খানকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছে। ১৯৯৮ সালের চিঙ্কারা হরিণ হত্যাকাণ্ডের জেরেই এই হুমকি। সালমান যে হরিণ মেরেছিলেন, তা বিষ্ণোই সম্প্রদায়ে পূজিত। সেই কারণেই সালমানকে খুনের হুমকি দিয়েছে লরেন্স বিষ্ণোই। এই হুমকির পর থেকে সলমনের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এদিনের এই গুলি চালানোর ঘটনার পিছনেও লরেন্স বিষ্ণোইয়ের গ্যাংয়ের হাত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কোটার হস্টেলে আগুন, জখম হলেন আট পড়ুয়া

কোটা, ১৪ এপ্রিল: রাজস্থানেপ কোটায় ছেলেদের হস্টেল বিল্ডিংয়ে আচমকা অগ্নিকাণ্ডে জখম হলেন আট জন পড়ুয়া। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিটের কারণেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী অফিসারেরা।কোটা শহরের পুলিশ সুপার অমৃতা দুহান জানিয়েছেন, কুনহারি থানা এলাকার এক আবাসনে আগুন লাগে। পাঁচ তলা আবাসনে থাকেন কোটায় পড়তে আসা পড়ুয়ারা। রবিবার সকাল ৬টা ১৫ মিনিট নাগাদ ওই আবাসনের এক তলায় আগুন লাগে। সেখানে থাকা বৈদ্যুতিন ট্রান্সফরমারের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। ফরেন্সিক দল ঘটনার সঠিক কারণ জানার চেষ্টা করছে।

ওই হস্টেলে কোনও অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ছিল না বলেই জানিয়েছেন কোটা পুরসভার অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের এক কর্তা। পুলিশ সূত্রে খবর, আহতদের মধ্যে এক জনের অবস্থা গুরুতর। সকলকেই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে হস্টেলের বারান্দা থেকে নীচে ঝাঁপ মারেন। তাতে এক ছাত্রের পা ভেঙে গিয়েছে বলেই খবর।পড়ুয়ামৃত্যুর ঘটনায় বার বারই সংবাদের শিরোনামে উঠে আসে রাজস্থানের কোটা। উল্লেখ্য, রাজস্থানের কোটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত। আইআইটিতে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষা থেকে শুরু করে চিকিৎসক হওয়ার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষারও কোচিং হাব বলা হয় কোটাকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্র-ছাত্রীরা কোটায় গিয়ে সেখানে থেকে পড়াশোনা করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সেই চাপ সহ্য করতে পারেন না। কেউ কেউ কোটায় পড়াশোনার 'অমানুষিক' চাপ নিতে না পেরে আত্মঘাতী হন। চলতি বছরে কোটায় এই নিয়ে এটি সপ্তম আত্মহত্যার ঘটনা। গত বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালেও ২৯ জন ছাত্র আত্মহত্যা করেছিলেন কোটায়। ২০২২ সালে সেই সংখ্যাটা ছিল ১৫। রাজস্থান সরকারের তরফে পড়ুয়াদের উপর মানসিক চাপ কমানোর জন্য একাধিক পদক্ষেপ করেছে। এ বার সেই কোটার হস্টেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল।

বাংলা নববর্ষের পূণ্য লগ্নে বাম তারা আখাড়া (পূর্ব সিংভূম,ঝাড়খণ্ড,শাখাগুপ্তকাশী, উত্তরাখণ্ড) ঝাড়খণ্ডের গোবরঘুষি গ্রামের ২২১ জন আদিবাসী মা- বোনদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিল।

লিভ ইন সঙ্গী ও সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী যুবক! ভয়াবহ কাণ্ড নাগপুরে

নাগপুর, ১৪ এপ্রিল: লিভ ইন সঙ্গীকে হাতুড়ি দিয়ে খুন ও তিন বছরের সন্তানকে খুনের অভিযোগ উঠল বছর তিরিশের এক যুবকের বিরুদ্ধে। পরে তাঁর ঝুলন্ত দেহও উদ্ধার করেছে পুলিশ। মনে করা হচ্ছে, তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছেন। মর্মান্তিক এমন হত্যাকাণ্ড ঘটেছে নাগপুরে।

পুলিশ জানিয়েছে, যুবকের নাম শচীন বিনোদকুমার রাউত। তিনি থাকতেন ২৯ বছরের নাজনিনের সঙ্গে। তাঁদের তিন বছরের সন্তানের নাম যুগ। নাগপুরের গোল্ডেন কি হোটেলে উঠেছিলেন তাঁরা। সেখানেই শনিবার সন্ধ্যায় তিন জনের দেহ দেখতে পান হোটেলের কর্মীরা। খবর যায় পুলিশে। মনে করা হচ্ছে, স্ত্রী নাজনিনকে হাতুড়ি চালিয়ে খুন করেছেন শচীন। হত্যা করেছেন একরত্তি পুত্রসন্তানকেও। তবে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে নাকি বিষ খাইয়ে তাকে মারা হচ্ছে তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। দু'জনকে খুন করে শচীন আত্মহত্যা করেছেন বলে মনে করছেন পুলিশ।

তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, সিলিং পাখা থেকে ঝুলছিলেন শচীন। অন্য দিকে নাজনিন পড়েছিলেন রক্তাক্ত অবস্থায়। তাঁর মাথায় গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। তবে যুগের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, পেশায় ট্রাক চালক শচীন আগে বিয়ে করেছিলেন। সেই পক্ষের দুটি সন্তানও রয়েছে তাঁর। তবে স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স না করেই নাজনিনের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন তিনি। কিন্তু তদন্তে উঠে আসছে, সম্প্রতি নাকি নাজনিনকে এড়িয়ে চলছিলেন শচীন। যা নিয়ে দু'জনের প্রায়ই ঝগড়া হত। শেষপর্যন্ত গত শুক্রবারই ৫০০টাকার স্টাম্প পেপারে দু'জনে চুক্তি করেন তাঁরা এবার থেকে আলাদা থাকবেন। এর পরই শনিবার তাঁরা হোটেলে ওঠেন। আর তার পরই ঘটে গেল অনভিপ্রেত এই ঘটনা। খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে, এই ঘটনায় অন্য কেউ জড়িত কিনা সেটাও।

বিয়ে রুখে পড়াশোনা, ইন্টারমিডিয়েটে দারুণ ফল করে তাক লাগাল জি নির্মলা

কুর্নুল, ১৪ এপ্রিল: লক্ষ্য স্থির থাকলে আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য পরিশ্রমের মানসিকতা থাকলে শত কষ্ট সত্ত্বেও যে লক্ষ্যপূরণ সম্ভব তা আরও একবার দেখিয়ে দিলেন কেরালার কুর্নুলের অখ্যাত গ্রাম হরিবনমের জি নির্মলা। একসময় যার পড়াই থমকে যেতে বসেছিল সেই মেয়েই নিজের সাহসে ভর করে সরকারি সহায়তায় এই বছরই ইন্টারমিডিয়েট পাস করল। ৪৪০ নম্বরে মোট ৪২১ নম্বর পেয়েছে সে। এটা তার যুদ্ধ জয়ের প্রথম ধাপ। লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রথম সিঁড়ি।

নির্মলার জীবনের গল্প যেন ছবির চিত্রনাট্য। বাবা-মা তিন বোনের বিয়ে দিয়েছেন আগেই। নির্মলাকেও বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পড়ার খরচ আর চালাতে পারবেন না বলে। কোনওমতে বিয়ে আটকে, বাড়ির প্রবল চাপ উপেক্ষা করে মন দিয়ে শুধু পড়াশোনা করে গিয়েছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার পেড্ডা হরিবনমের বাসিন্দা জি নির্মলা। এবার রাজ্যের ইন্টারমিডিয়েট বোর্ড পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে সে। জীবনে নির্মলার একটাই লক্ষ্য, আইপিএস অফিসার হয়ে বাল্যবিবাহ পুরোপুরি বন্ধ করা। যে মেয়েদের স্বপ্নপূরণে বাধা দিয়ে বিয়ের জন্য চাপ দেওয়া হয়, তাদের স্বপ্নপূরণে সাহায্য করা। নির্মলার তিন দিদিকেও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই বিয়ে দিয়ে দেন তার বাবা-মা। তাঁরা নির্মলারও বিয়ের তোড়জোড় করতে শুরু করলে প্রথম থেকেই তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল ১৭ বছরের কিশোরী। জানা গিয়েছে, বাবা মা জোর করে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে সে জানায়, আরও পড়তে চায়। এই সাহসই নির্মলাকে বাকিদের থেকে এগিয়ে দেয়। সোজা গিয়ে পৌঁছয় সে স্থানীয় বিধায়ক সাইপ্রসাদ রেড্ডির কাছে। ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির বিধায়ক তিনি। বিধায়ক নির্মলার সাহস, জেদ আর পড়ার ইচ্ছার কথা জেনে এক মুহূর্ত দেরি করেনি। সোজা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রশাসন বাল্য বিবাহের হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে নিরাপত্তা দেয়। সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার জন্য তাকে ভর্তি করে দেয় কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ে। ব্যস, আর ফিরে তাকাতে হয়নি নির্মলাকে। গোটা রাজ্যে টপার তিনি।

ম্যাগি নুডলসে সীসার পরিমাণ বিপজ্জনক মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি জানাল এনসিডিআরসি

নয়দিল্লি, ১৪ এপ্রিল: ম্যাগি নুডলসে সীসার পরিমাণ বিপজ্জনক মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি স্পষ্ট করে দিল ন্যাশনাল কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশন । ম্যাগি নুডলসের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য বিপজ্জনক মাত্রায় সীসা ব্যবহারে কেন্দ্রের অভিযোগ খারিজ করে দিল এনসিডিআরসি।

২০১৫ সালে নেসলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, সংস্থাটি ম্যাগির মোড়কে তথ্য গোপন করেছে। এই নুডলসে শরীরের পক্ষে মারাত্মক ধাতু সীসা রয়েছে। অথচ, ম্যাগির মোড়কে তার উল্লেখ নেই। এই অভিযোগে নেসলে কর্তৃপক্ষকে ৬৪০ কোটি টাকা জরিমানাও করা হয়। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যায় নেসলে। দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলে। এনসিডিআরসি-র সভাপতি এপি শাহী জানিয়েছেন, ম্যাগিতে যে পরিমাণ সীসা পাওয়া গিয়েছে তা নির্ধারিত সীমার মধ্যেই।

২০১৫ সালে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর জানায়, ম্যাগিতে মাত্রাতিরিক্ত সীসা ও মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট রয়েছে। যদিও, তা না দিয়ে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় নেসলে। শীর্ষ আদালত বিষয়টি বিবেচনার জন্য এনসিডিআরসি-র কাছে পাঠায়। গত ১২ এপ্রিল এ নিয়ে চূড়ান্ত রায় দিয়েছে এনসিডিআরসি। তারা জানিয়েছে, ম্যাগিতে মাত্রাতিরিক্ত সীসা থাকার কোনও প্রমাণ মেলেনি। এর আগে ২০১৫ সালের ৫ জুন ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশে বাজার থেকে ম্যাগি নুডলস তুলে নিতে হয় নেসলেকে। তাঁরা ক্রেতা সুরক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে আবেদন করে ২০১৫ সালে ডিসেম্বর মাসে। তারপর অবশ্য, নতুন পরীক্ষায় উতরে যায় ম্যাগি। নতুন করে, বাজারে আগের মতোই রমরমা ব্যবসা শুরু করে নেসলের এই ইনস্ট্যান্ট নুডলস।

ফের বন্দুকবাজের হানা আমেরিকায়

শিকাগো, ১৪ এপ্রিল: ফের বন্দুকবাজের হানা আমেরিকায়। এবার শিকাগোয় এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে চলল গুলি। তাও আবার ১৮ রাউন্ড। রবিবার সকালে শিকাগোয় বন্দুকবাজের হামলায় এক যুবক ও এক বালিকার মৃত্যু হয়েছে। আরও ৭ জন গুরুতর আহত। তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে আশঙ্কাজনক দুই শিশু। তাদের শরীরের একাধিক জায়গায় গুলি লেগেছে বলে খবর।

পুলিশ সূত্রে খবর, সাউথ ডামেন এলাকায় একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান চলাকালীন এক দুষ্কৃতী হঠাৎ গুলি চালালে এক ২৭ বছর বয়সি যুবকের মৃত্যু হয়। পরে পার্কে গুলি চালালে, সেখানে কপালে গুলি লেগে এক ৭ বছরের এক বালিকার মৃত্যু হয়। তবে কে বা কারা গুলি চালিয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দু'জন দুষ্কৃতী হেঁটেই এসেছিল ঘটনাস্থলে। উল্লেখ্য, এটাই প্রথম নয়, এর আগেও বহুবার বন্দুকবাজের হামলায় হয়েছে আমেরিকায়। চলতি বছর জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে শিকাগোয় হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। শিকাগোর তিনটি জায়গায় গুলিতে কমপক্ষে আটজনের মৃত্যুর খবর সামনে আসে। গত ডিসেম্বরে নেভাদা ইউনিভার্সিটিতে এক

বন্দুকবাজের হামলায় তিন পড়ুয়ার মৃত্যু হয়।

সিডনির শপিং মলে হামলার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা জানালেন বাঙালি দম্পতি

সিডনি, ১৪ এপ্রিল: এলোপাথাড়ি গুলি আর লাগাতার ছুরির কোপে একের পর এক মানুষ চোখের সামনে লুটিয়ে পড়ছেন। তাতেও উন্মত্ত যুবক থাকছেন না। সিডনির এক শপিং মলের ঘটনা। সেখান থেকে কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরেছেন এক বাঙালি দম্পতি। এরপরই সেই হামলার অভিজ্ঞতার কথা জানালেন বাঙালি দম্পতি। তাঁদের দাবি, বাক্সের আড়ালে লুকিয়ে প্রাণে বেঁচে ফিরেছেন তাঁরা।

জানা গিয়েছে, গত শনিবার সিডনির ওয়েস্টফিল্ড শপিং মলে গিয়েছিলেন সই ঘোষাল ও তাঁর স্বামী দেবাশিস চক্রবর্তী। সেই সময়েই আচমকা শপিং সেন্টারে হামলা শুরু হয়। প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো মলে আগুন লেগেছে। তবে হামলা হয়েছে বুঝতে পারেননি তাঁরা। সই বলেন, 'কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারি হামলা হয়েছে। বারবার মনে হচ্ছিল, আমরাও খুন হয়ে যেতে পারি। প্রাণে বাঁচতে কোনওক্রমে একটি স্টোর রুমে ঢুকে বাক্সের আড়ালে লুকিয়েছিলাম।'

প্রায় ২০-২৫ জন ওই স্টোররুমে লুকিয়ে পড়েছিলেন। তবে এক বৃদ্ধা বাক্সের আড়ালে লুকোতে পারলেও, তাঁর স্বামী না পারায় প্রাণভয়ে চিৎকার করতে থাকেন তিনি। ওই বাক্সের আড়ালে লুকিয়েই পুলিশকে ফোনে হামলার খবর দেন সই। শপিং মলে বন্দুকবাজের হামলার পুঙ্খানুপুঙ্খ জানান পুলিশকে। এরপর মলের পিছনের দরজা দিয়ে সইদের বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখান থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরলেও, এখনও আতঙ্ক গ্রাস করে রেখেছে বাঙালি দম্পতিকে।

প্রসঙ্গত, শনিবার দুপুরে ব্যস্ত সময়ে সিডনির শপিং মলে ছিল ভিড়ে ঠাসা। ওই ভিড়ে মধ্যেই এক যুবক ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে মানুষজনকে। সঙ্গে গুলিও চালাতে থাকে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। সকলেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যদিও হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই হামলার ঘটনায় ৪০ বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ । তবে শপিং মলে হামলার কারণ নিয়ে এখনও ধন্দে পুলিশ।

ফের প্রবাসে মৃত্যু ভারতীয় ছাত্রের

অটোয়া, ১৪ এপ্রিল: ফের প্রবাসে ভারতীয় ছাত্রের মৃত্যু। এবার স্থান কানাডা। মৃত যুবকের নাম চিরাগ আন্তিল। তিনি হরিয়ানার বাসিন্দা। কানাডার দক্ষিণ ভ্যাঙ্কুভার এলাকায় গাড়ির ভিতরে এক বছর চব্বিশের যুবকের গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার হল। তবে কে বা কারা ঠিক কী কারণে তাঁকে খুন করেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১২ এপ্রিল দুপুর বারোটা নাগাদ দক্ষিণ ভ্যাঙ্কুভারের পূর্ব ৫৫ নং অ্যাভিনিউর মূল রাস্তায় আচমকা গুলির শব্দ শুনেই ছুটে এসে দেখেন, গাড়ির মধ্যে গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবক পড়ে রয়েছেন। এরপরই তাঁরা থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। জানা গিয়েছে, চিরাগ আন্তিল ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভ্যাঙ্কুভারের পশ্চিম ইউনিভার্সিটি কানাডায় এমবিএ বিভাগে ভর্তি হন তিনি। কিছুদিন আগেই তাঁর এমবিএ কোর্স সম্পূর্ণ হয়েছে। চিরাগের ভাই রোমিত বলেন, 'রোজ রাতে ফোনে কথা হত। হত্যাকাণ্ডের আগেও ওর সঙ্গে কথা বলেছি। ওর সঙ্গে কারও ঝগড়া হতে পারে না। ভীষণ শান্ত স্বভাবের আর নরম মনের মানুষ ছিল।' কানাডায় ভারতীয় ছাত্রের মৃত্যুর কথা এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের প্রধান বরুণ চৌধুরী। সেখানে ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের সাহায্যও চেয়ে তিনি লেখেন, 'আমরা এই কঠিন সময়ে মৃতের পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে বিদেশ মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ করছি।'

লক্ষ্ণৌর ‘কাটা ঘায়ে’ সল্টের ছিটা, কলকাতার দাপুটে জয়

ফের জয়ের সরণিতে কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথমবার লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে জিতল কেকেআর। রবিবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ৮ উইকেটে জয়লাভের সঙ্গে ফের জয়ের সারণিতেও ফিরল তারা।গত ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে পরাজয় শ্রেয়স আইয়ারের দলকে কিছুটা হলেও ধাক্কা দিয়েছিল। তবে নববর্ষে লখনউয়ের বিরুদ্ধে এই জয় স্বস্তি জুগিয়েছে নাইট রাইডার্স সমর্থকদের।

রবিবাসরীয় এই ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্স টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। লখনউয়ের ব্যাটিংয়ের শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে শুরু করে তারা। একটা সময় ১১১ রান ওঠে ৫ উইকেট হারিয়ে। এরপর ব্যাট করতে নামেন লখনউ সুপার জায়ান্টস দলের সহ অধিনায়ক নিকোলাস পুরান। এই ক্যারিবিয়ান ব্যাটার ৩২ বলে ৪৫ রান করেন। আর সেই সুবাদে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে লখনউ ১৬১ রান করে। এরপর মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে ক্যাপ্টেন শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে সল্টের ১৪০ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে মাত্র ১৫.৪ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় কলকাতা নাইট রাইডার্স।

ম্যাচটা হয়েছে ইডেন গার্ডেনে, কলকাতা নাইট রাইডার্সের ঘরের মাঠ। তবে ‘হোম ভেন্যু’র পরশ ছিল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের জন্যও। কলকাতার বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব মোহনবাগানের মালিক বাঙালি সঞ্জীব গোয়েঙ্কাই যে লক্ষ্ণৌর মালিক!

তবে বাংলা নববর্ষের সন্ধ্যায় ম্যাচটা জিতেছে কলকাতা নাইট রাইডার্সই। সেটাও বেশ দাপটের সঙ্গেই। লক্ষ্ণৌর তোলা ৭ উইকেটে ১৬১ রান কলকাতা টপকে গেছে ২৬ বল আর ৮ উইকেট হাতে রেখে। ইডেন গার্ডেনে লক্ষ্ণৌর বিপক্ষে কলকাতার এটিই প্রথম জয়।

কলকাতার দাপুটে জয়টি এসেছে ফিল সল্টের সৌজন্যে। আজকের আগে ইডেনে কলকাতা ম্যাচ খেলেছিল হায়দরাবাদের বিপক্ষে। সেই ম্যাচে ৫৪ রানের ইনিংস খেলার পর খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন ইংল্যান্ডের এই ওপেনার। তবে আবার কলকাতায় ফিরেই সল্টের ব্যাটে ঝড়। খেলেছেন ৪৭ বলে ৮৯ রানের অপরাজিত ইনিংস, যে ইনিংসে ১৪টি চারের সঙ্গে ছিল ৩টি ছয়।

সল্টের ম্যাচ জেতানো এই ইনিংসই লক্ষ্ণৌর জন্য ‘কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা’ হয়ে এসেছে। কাটা ঘা; কারণ, গত মৌসুমেও লক্ষ্ণৌর ডাগআউটে পরামর্শক ছিলেন গৌতম গম্ভীর। সেই গম্ভীর এবার কলকাতায় যোগ দিয়েছেন। আবার সর্বশেষ ম্যাচেই দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে ১১ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে হেরেছিল লক্ষ্ণৌ।

বিরোধী পক্ষে যাওয়া গম্ভীরকেও হারানো গেল না, আবার টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হারতে হলো বড় ব্যবধানে।

এর সঙ্গে যোগ করে নেওয়া যায় ইডেনের অজেয় ধারাও। এই ইডেন গার্ডেনে এর আগে তিনবার খেলতে এসে কোনোবারই হারেনি লক্ষ্ণৌ। এবার সেটা থেমেছে বাজেভাবেই।

রান তাড়ায় নামা কলকাতা শামার জোসেফের প্রথম ওভার থেকেই পেয়ে যায় ২২ রান। আইপিএল অভিষেকের প্রথম ওভারে কোনো বোলারের সবচেয়ে বাজে শুরু এটি। অবশ্য বাঁহাতি পেসার মহসিন খান সুনীল নারাইন ও অঙ্গকৃষ রঘুবংশীকে দ্রুতই তুলে নিয়ে লক্ষ্ণৌকে ম্যাচে ধরে রাখেন।

তবে ৪২ রানে ২ উইকেট পড়ার পর সল্ট ও অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার মিলে ম্যাচটা ধীরে ধীরে কলকাতার নাগালে নিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত এই দুজনের কাউকেই আর থামাতে পারেনি লক্ষ্ণৌ। তৃতীয় উইকেটে দুজনে অবিচ্ছিন্ন থেকে যোগ করেন ১২০ রান, যেখানে আইয়ারের অবদান ৩৮ বলে ৩৮। এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নামা লক্ষ্ণৌর হয়ে সর্বোচ্চ ৪৫ রানের ইনিংস খেলেন নিকোলাস পুরান। অধিনায়ক লোকেশ রাহুলের ব্যাট থেকে আসে ২৭ বলে ৩৯ রান।

কলকাতার হয়ে ২৮ রানে ৩ উইকেট নেন আইপিএল নিলাম ইতিহাসের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় মিচেল স্টার্ক। যদিও দিন শেষে নায়ক ফিল সল্টই।

‘গরমে গলে যাচ্ছিলাম’, ইডেনে কলকাতাকে জিতিয়ে বললেন সল্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে রবিবার দাপটের সঙ্গে জিতল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই জয়ে বড় ভূমিকা ছিল ফিল সল্টের। ইংল্যান্ডের এই ওপেনার ম্যাচ শেষে জানালেন, খেলতে নেমে গলেই যাচ্ছিলেন।

ইডেনে ৪৭ বলে ৮৯ রান করেন সল্ট। চার মেরে ম্যাচ জেতান তিনিই। ম্যাচ শেষে সল্ট বলেন, ‘খুব গরম। মনে হচ্ছিল গলে যাব। তবে ঘরের মাঠে জিতে ভাল লাগছে। সূর্য যত ক্ষণ ছিল, পিচটা স্লো ছিল। মাঠের ফ্লাডলাইট জ্বলার পর আদ্রতা বাড়ে। তাতে বল ঠিক মতো ব্যাটে আসতে শুরু করে।’ ইডেনে ব্যাট করতে নেমে দারুণ উপভোগ করেছেন সল্ট। তিনি বলেন, ‘দারুণ লাগল এখানে ব্যাট করে। ওদের দলে বেশ কিছু ভাল বিদেশি ক্রিকেটার রয়েছে। ভাল কোচ রয়েছে। তেমনই আমাদের দলে গৌতম গম্ভীর রয়েছে।

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ১৬১ রান করে লখনউ। সুনীল নারাইনের দাপটে বেশি রান তুলতে পারেনি তারা। ৪ ওভারে মাত্র ১৭ রান দেন তিনি। তবে কেকেআরের দ্রুত রান তোলার নেপথ্যে ছিলেন সল্ট। তিনটি ছক্কা মারেন তিনি। সেই সঙ্গে মারেন ১৪টি চার। ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে সল্ট হাসতে হাসতে বলেন, ‘খুব বেশি দৌড়তে হয়নি আজকে।’ ৭৪ রান বাউন্ডারি মেরেই তোলেন সল্ট। মাত্র ১৫ রান দৌড়ে নেন তিনি।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের ভয়ে পিটারসেনদের বিমানের পথ-বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি: দামেস্কে অবস্থিত ইরানি কনস্যুলেটে হামলার বদলা হিসেবে ইসরায়েলি ভূখণ্ডে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। গতকাল শনিবার রাতের এ ঘটনায় কেভিন পিটারসেনদের বহনকারী বিমান নির্ধারিত পথ বদলে ফেলেছিল বলে জানিয়েছেন সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

পিটারসেন কোথায় ছিলেন বা কোন বিমানে উঠেছিলেন, তা জানাননি। তবে গন্তব্য ছিল ভারতের মুম্বাই। আজ আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস-চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের ধারাভাষ্য দেওয়ার কথা তাঁর।

বিবিসি জানিয়েছে, ইসরায়েলে ইরানের হামলার পর লেবানন, জর্ডান ও ইরাক তাদের আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে। ইরান ও ইসরায়েলও সামরিক উড়োজাহাজ বাদে বাকি সব উড়োজাহাজের জন্য তাদের আকাশপথ বন্ধ করে রেখেছে। খুব সম্ভবত বন্ধ হয়ে যাওয়া আকাশসীমা ব্যবহার করার কথা ছিল পিটারসেনদের বহনকারী বিমানের। কিন্তু ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের বিমান পথ বদলে ফেলে। ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হওয়ায় নতুন করে জ্বালানিও নেয় বিমানটি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে এ অভিজ্ঞতাই তুলে ধরেন পিটারসেন, ‘এই প্রথমবার (এমন অভিজ্ঞতা)। আমাদের বিমানকে গত রাতে ফিরে যেতে হয়েছে এবং আরও বেশি করে জ্বালানি নিতে হয়েছে। কারণ, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র এড়াতে আমাদের পথ বদলাতে হয়েছিল। ম্যাডনেস!!!!’

পোস্টের নিচে পিটারসেন জানান, দিনের শেষে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে থাকবেন, যেটা তাঁর প্রিয় ক্রিকেট মাঠগুলোর একটি।

ইসরায়েলে ইরানের হামলার পর ইসরায়েলে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস সেখানে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছে।

লিভারপুলের শিরোপা,স্বপ্নে বড় ধাক্কা, অ্যানফিল্ডে প্যালেসের কাছে হার

লিভারপুল ০ ১ ক্রিস্টাল প্যালেস

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিভারপুল সমর্থকেরা আশায় ছিলেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। থাকবেন,ই,না কেন? চলতি মৌসুমে এ দলটাই তো হেরে যাওয়া অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২৭ পয়েন্ট তুলেছে। ঘরের মাঠে লিগের খেলায় টানা ২৮ ম্যাচ অপরাজিতও তো এ দলটাই।

কিন্তু সমর্থকদের আশাবাদ কিংবা পক্ষে থাকা ইতিহাস; কোনোটাই আজ লিভারপুলের কাজে আসেনি। অ্যানফিল্ডে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে ১,০ গোলে হেরে গেছে লিভারপুল। এই হারে লিগ,শিরোপা জয়ের স্বপ্নে বড় ধাক্কা খেল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। ৩২ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট ৭১, পয়েন্ট তালিকায় অবস্থান তৃতীয়। এক ম্যাচ কম খেলে ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৭৩, আর্সেনালের ৭১।

দীর্ঘসময় ধরে লিগ পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা লিভারপুলের দুঃসময়ের শুরু গত সপ্তাহে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ওল্ড ট্রাফোর্ডে ২,২ ড্র, এর চার দিন পর ইউরোপা লিগের ম্যাচে আতালান্তার কাছে ৩,০ গোলে হার। তবে এরপরও যে লিভারপুল ক্রিস্টালের কাছে হারতে পারে, এমন শঙ্কিত সমর্থক ছিলেন খুব কমই।

কারণ অ্যানফিল্ড তো বটেই, এই ক্রিস্টালের বিপক্ষে ২০১৭ সালের এপ্রিলের পর কোনো ম্যাচই হারেনি লিভারপুল (১৩ ম্যাচের ১১টি জয়, ২টি ড্র)। আর পয়েন্ট তালিকার ১৫ নম্বরে থাকা প্যালেস লিগে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচই জয়শূন্য।

কিন্তু অ্যানফিল্ডে রয় হজসনের দল নিজেদের জয়ে ফিরিয়েছে লিভারপুলের সবচেয়ে কঠিন সময়টাতেই। ম্যাচে ১৪ মিনিটেই প্যালেস এগিয়ে যায় এবেরেসি এজের গোলে। এবারের লিগে লিভারপুলের জন্য আগে গোল হজম করা নতুন কিছু নয়, নয় ঘুরে দাঁড়ানোও। কিন্তু আতালান্তার কাছে হারের স্মৃতি নিয়ে মাঠে নামা লিভারপুল প্রথমার্ধে খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। বল দখলে ছিল বেশি, প্যালেস রক্ষণে হানাও হয়েছে বারবার, কিন্তু গোলের মুখ খোলা যায়নি।

বিরতির পর মোহাম্মদ সালাহ, দারউইন নুনিয়েজ, লুইজ দিয়াজরা আক্রমণের ধার বাড়ান। এ সময় গোলের জন্য ১৪টি শট নিয়েছে লিভারপুল, তিনটি লক্ষ্যেও ছিল।

দুর্দান্ত মেসিই জয়ে ফেরালেন মায়ামিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসিকে ছাড়া বরাবরই নড়বড়ে ইন্টার মায়ামি। এমনকি আগের ম্যাচে মেসি ফিরেও বদলাতে পারেননি মায়ামির ভাগ্য। টানা ৫ ম্যাচে জয়বঞ্চিত থেকে বেশ বিপাকেই ছিল ফ্লোরিডার ক্লাবটি। আজ কানসাস সিটির বিপক্ষে জয় না পেলে আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ত তারা। তবে আজ শুরুর একাদশে খেলতে নামা মেসি এ যাত্রায় উদ্ধার করলেন দলটিকে।

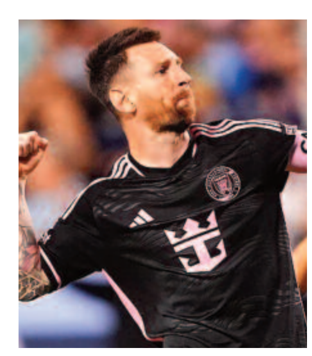

দারুণ পারফরম্যান্সে দলকে এনে দিয়েছেন দুর্দান্ত এক জয়। বক্সের বাইরে থেকে ট্রেডমার্ক শটে একটি গোল করার সঙ্গে দৃষ্টিনন্দন এক অ্যাসিস্টও করেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। মেসির জ্বলে ওঠার দিন মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মায়ামির জয় ৩-২ গোলে।

চোটের কারণে টানা পাঁচ ম্যাচ খেলতে পারেননি মেসি। মন্তেরিরর বিপক্ষে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের ম্যাচ দিয়ে ফিরলেও সেদিন পুরোপুরি ছন্দে দেখা যায়নি আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে। তবে আজ ম্যাচের শুরু থেকেই মেসি ছিলেন উজ্জ্বল। কানসাসের মাঠে প্রায় ৭৩ হাজার দর্শকের সামনে শুরুতে পিছিয়ে পড়েছিল মেসির মায়ামি।

৬ মিনিটে এরিক টমি গোল করেন স্বাগতিকদের হয়ে। সমতা ফেরাতে মায়ামিকে অপেক্ষা করতে হয় ১৮ মিনিট পর্যন্ত। বক্সের অনেক বাইরে থেকে দারুণ এক পাসে দিয়েগো গোমেজের গোলটিতে সহায়তা করেছেন মেসি। ৪০ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। কানসাসের খেলোয়াড়দের দেয়ালকে ফাঁকি দিতে পারলেও বল চলে যায় পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে।

১-১ সমতায় প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মায়ামিকে এগিয়ে দেন মেসিই। ডেভিড রুইজের কাছ থেকে বক্সের বাইরে বল পেয়ে দুর্দান্ত এক শটে লক্ষ্যভেদ করেন বিশ্বকাপজয়ী এ তারকা। এটি এমএলএসের চলতি মৌসুমে মেসির পঞ্চম গোল। এগিয়ে যাওয়ার আনন্দটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি মায়ামির। ৫৮ মিনিটে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোলে কানসাসকে সমতায় ফেরান টমি।

৭১ মিনিটে অবশ্য কানসাস সমর্থকদের উল্লাস থামিয়ে মায়ামিকে আবার এগিয়ে দেন লুইস সুয়ারেজ। এরপর আর কোনো গোল না হলে স্বস্তির জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে মায়ামি।

এ জয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান ফিরে পেয়েছে মায়ামি। ৯ ম্যাচে মায়ামির পয়েন্ট ১৫

ধোনি কেন ‘থালা’, ব্যাখ্যা দিলেন গাভাস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুধু ভারত নয়, ক্রিকেট ইতিহাসেরই অন্যতম সেরা অধিনায়ক মনে করা হয় মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। ভারতকে একটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন, জিতিয়েছেন দুটি এশিয়া কাপ ও একটি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিও। একই রকম সফল আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়েও। দক্ষিণ ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে পাঁচবার আইপিএলের ট্রফি জিতিয়েছেন ধোনি, দুইবার জিতিয়েছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টি।

ধোনি শুধু সাফল্যের কারণেই জনপ্রিয় নন, ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর প্রভাবও অনন্য। যেমন প্রভাব চেন্নাই সুপার কিংসের হয়েও। পাঁচবারের আইপিএল ট্রফিজয়ী অধিনায়কের জায়গায় এবার চেন্নাইকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। তবে সেটা শুধু নামেই আসলে। মনে করা হয়, এখনো দলটাকে ধোনিই চালান। তাতে আপত্তি নেই চেন্নাইয়ের মালিক বা দলটির সমর্থকদের। শুধু চেন্নাই নয়, পুরো দক্ষিণ ভারতেই এম এস ধোনি পরিচিত ‘থালা’ নামে। ভালোবেসেই সমর্থকেরা তাঁকে এই নাম দিয়েছেন।

তামিল ভাষার শব্দ ‘থালা’ মানে নেতা। কখনো কখনো ‘বড় ভাই’ বোঝাতেও থালা শব্দটা ব্যবহার করা হয়। কেন এই নামে ডাকা হয় ধোনিকে, সেটার ব্যাখ্যা এবার দিলেন ভারতীয় কিংবদন্তি ও সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাস্কার।

স্টার স্পোর্টসের একটি অনুষ্ঠানে চেন্নাই দলে ধোনির প্রভাব জানাতে গিয়ে গাভাস্কার বলেছেন, ‘দেখুন, বিশ্বের নানা দেশ ও নানা শহর থেকে খেলোয়াড়েরা এসে এই দলে খেলেন। আপনার ওঁদের সবাইকে আইপিএলের ট্রফি জেতার একমাত্র লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। সবাইকে বোঝাতে হবে, ছয় সপ্তাহের মধ্যে আমাদের এই টুর্নামেন্ট জিততে হবে। সেটা করার জন্য আপনাকে অনেক বড় বড় খেলোয়াড়, যাঁরা এই দলে খেলেন, তাঁদের কাউকে কাউকে কখনো কখনো দলীয় সমন্বয়ের কারণে একাদশের বাইরে রাখতে বাধ্য হবেন। কিন্তু আপনি কখনো তাঁদের অনুভব করতে দেবেন না যে তাঁরা অকেজো; বরং আপনি তাঁদের বোঝাবেন যে তাঁরাও দলের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এম এস ধোনির এই সামর্থ্য খুব ভালোভাবেই আছে। এ কারণেই সে সবার কাছে থালা।’

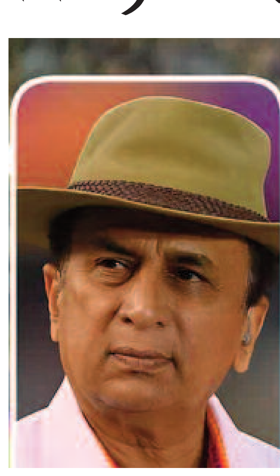

ধোনি নিজেও সতীর্থ খেলোয়াড় ও সমর্থকদের দেওয়া ‘থালা’ নামটি খুব পছন্দ করেন। অনেক আগে একবার বলেছিলেন, ‘চেন্নাইয়ের সবাই আমাকে থালা বলে ডাকে। এখানে এলে নিজের নামটা হারিয়ে যায়। তবে আমি খুব উপভোগ করি সবকিছু। এর মাধ্যমে আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখান চেন্নাই-ভক্তরা।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**